NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ জীবনানন্দ দাশকে মিথ্যা অপবাদে আজীবন ভুগতে হয়েছে!

১৭ বছর পর লাভের মুখ দেখল এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ৮

কলকাতা ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ৫ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৪৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.02.2025, Vol.18, Issue No. 248 8 Pages, Price 3.00

দিল্লির পর রেলস্টেশনে ভিড় সামলাতে এবার এআই প্রযুক্তি

কেন্দ্রের নজরে দেশের ৬০ স্টেশন

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি: নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যুর পর নড়েচড়ে বসেছে ভারতীয় রেল। দেশের নানা প্রান্তে একাধিক স্টেশনে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সূত্রের খবর, ভিড় সামলানোর একাধিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেগুলির বাস্তবায়ন এখনও বাকি। ব্যবহার করা হতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)- ও। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নয়াদিল্লি-সহ দেশের মোট ৬০টি জনবহুল স্টেশনকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে খবর। তবে এখনও স্টেশনের নামের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়নি।

সূত্রের খবর, স্টেশনে ভিড় বেশি হলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ‘হোল্ডিং জোন’ তৈরি করা হবে। সেখানে অতিরিক্ত যাত্রীদের রাখা হতে পারে। এ বিষয়ে স্থানীয় আধিকারিকদের প্রশিক্ষণও দেওয়ার ভাবনা রয়েছে রেলের। আচমকা কোনও কারণে স্টেশনে ভিড় বেশি হয়ে গেলে বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে কী ভাবে তা সামাল দিতে হবে, সেই সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে কর্মীদের। স্থানীয় ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিশেষ ‘ক্লাস’ নেওয়া হতে পারে।

এখানেই শেষ নয়, বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের সুবিধার্থে দিকনির্দেশক চিহ্ন বসানো হতে পারে। তা থেকে তাঁরা ধারণা করতে পারবেন, কোন দিকে কী আছে। ‘হোল্ডিং জোন’-এর ক্ষেত্রেও এই ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করা হতে পারে।

কোনও কারণে ট্রেন দেরি করলে স্টেশনে ভিড় বেড়ে যায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগতে পারে এআই। ৬০টির মধ্যে প্রয়াগরাজের সঙ্গে যুক্ত অন্তত ৩৫টি স্টেশন রেলের ভাবনার তালিকায় রয়েছে বলে খবর। এই সমস্ত স্টেশনে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। সঙ্গে থাকবে সিসি ক্যামেরার নজরদারি। স্টেশনগুলিতে ক্যামেরার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হতে পারে। নয়াদিল্লি স্টেশনে ইতিমধ্যে ২০০টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, স্টেশনের ভারবাহক, হকার, দোকানদার, এমনকি যাত্রীদের কাছ থেকেও পরিষেবা সম্পর্কে মতামত (ফিডব্যাক) জানতে চাইবে রেল। তার ভিত্তিতে পরিষেবা উন্নত করার চেষ্টা করা হবে।

নয়াদিল্লি স্টেশনে শনিবার রাতে মহাকুম্ভের পুণ্যার্থীদের ভিড় অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গিয়েছিল। রাত ১০টা নাগাদ সেখানে পদপিষ্টের পরিস্থিতি তৈরি হয়। পদপিষ্ট হয়ে মারা যান ১৮ জন। অভিযোগ, পর পর দু’টি ট্রেন লেট করেছিল। ফলে স্টেশনে ভিড় বেড়ে গিয়েছিল। তৃতীয় ট্রেন আসার ঘোষণা হতেই হুড়োহুড়ি শুরু হয়। অভিযোগ, ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ট্রেন ১৬ নম্বরে আসবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ট্রেন ধরার হুড়োহুড়িতে অনেকে পড়ে যান। বিপুল ভিড় সামলাতে ব্যর্থ হন কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনার পর রেলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তার পরেই পরিষেবা উন্নত করতে চাইছে কেন্দ্র।

অধ্যক্ষকে ছোড়া হল কাগজ

চলতি অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড শুভেন্দু-সহ চার বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের নজিরবিহীন হইহট্টগোল বিধানসভায়। প্রতিবাদ দেখাতে গিয়ে অধ্যক্ষের দিকে কাগজ ছোড়ার ‘শাস্তি’। অশালীন আচরণ এবং অধ্যক্ষের দিকে কাগজ ছোড়ার অভিযোগে অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপির চার বিধায়ককে। আগামী ৩০ দিনের জন্য সাসপেন্ড অগ্নিমিত্রা পল, বিশ্বনাথ কারক, বঙ্কিম ঘোষও।

ঘটনার সূত্রপাত একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পুজোয় বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে বিজেপির মহিলা সদস্যদের তরফে বিধানসভায় আনা এক মুলতুবি প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওই প্রস্তাব পাঠের অনুমতি দিলেও আলোচনার দাবি খারিজ করে দেন। এর পরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বে বিজেপি সদস্যরা সভায় ওয়েলে নেমে কাগজপত্র ছিঁড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এসময়ই স্পিকারের দিকে আঙুল উঁচিয়ে তেড়ে যেতে দেখা যায় বিরোধী দলনেতাকে। হাতে থাকা কাগজপত্র ছিঁড়ে স্পিকারের আসনের দিকে ছুড়ে দিতেও দেখা যায়। অধ্যক্ষ এসময় বিরোধী দলনেতার ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে প্রতিবাদে বিজেপি সদস্যরা ওয়াক আউট করে বিধানসভার লবিতে বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে।

বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আপনি বিরোধী দলনেতা। এমন আচরণ করলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে।’ কিন্তু তাতেও স্বাভাবিক হয়নি পরিস্থিতি। তাতে বিজেপির প্রতিবাদের স্বর আরও উচ্চগ্রামে ওঠে। বিজেপি বিধায়করা ওয়াকআউট করে বিধানসভার লবিতে বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি তোলেন শাসক দলের বিধায়কেরা। বিরোধী দলনেতা-সহ কয়েকজন বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে বিধানসভার মর্যাদা লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে তাদের শাস্তির দাবিতে সরকার পক্ষের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ একটি প্রস্তাব নিয়ে এলে বিরোধীশূন্য বিধানসভায় সেটি ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায়। গৃহীত ওই প্রস্তাব অনুযায়ী অধ্যক্ষ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পল,বিশ্বনাথ কারক এবং বঙ্কিম ঘোষকে পরবর্তী ৩০ দিন অথবা চলতি অধিবেশনের মেয়াদ পর্যন্ত সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেন। বিরোধী দলনেতার-সহ বিজেপি বিধায়কদের সাসপেন্ড করে অধ্যক্ষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে করেন, পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, যেভাবে স্পিকারের দিকে তেড়ে গিয়ে কাগজ ছুঁড়ে মারা হয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।’

বলা বাহুল্য, এই নিয়ে চারবার বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই সাসপেনশনের পর বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু জানান, এই নিয়ে চতুর্থবারের জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করা হল। তবে অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হলেও, মঙ্গলবার থেকে বিধানসভার বাইরে তাঁদের প্রতিবাদ কর্মসূচি চলবে বলে জানান তিনি।

উপাসনাস্থল আইন মামলা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল আইন বদলাতে চেয়ে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচুর আবেদন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এত আবেদন জমা পড়ায় সোমবার অসন্তোষ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, নতুন কোনও বক্তব্য ছাড়া এই মামলায় আর কোনও আবেদন গ্রহণ করা হবে না। ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল আইন বদলাতে চেয়ে একাধিক মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। ২০২৪ সালে প্রধান বিচারপতি খান্নার নেতৃত্বে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ গঠিত হয় মামলার শুনানির জন্য। বেঞ্চের অপর দু’জন হলেন বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথন।

মাইসুরুতে বুরারি কাণ্ডের ছায়া

মাইসুরু, ১৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লির বুরারি কাণ্ডের ছায়া কর্নাটকের মাইসুরুতে। একই পরিবারের চার সদস্যের রহস্য মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। সোমবার সকালে মাইসুরুর এক অ্যাপার্টমেন্ট থেকে উদ্ধার হয়েছে পেশায় ব্যবসায়ী চেতন, তাঁর স্ত্রী, নাবালক পুত্র ও মায়ের দেহ। আত্মঘাতী হয়েছে ওই পরিবার! নাকি কেউ বা কারা তাঁদের খুন করেছে, গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে কর্নাটক পুলিশ। পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, মৃত্যুর আগে সপরিবারে এক মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন চেতন। সেখান থেকে ফিরে একসঙ্গে রাতের খাবার খান তাঁরা। এর পর ভোরের ৪টে নাগাদ চেতন তাঁর আমেরিকা নিবাসী ভাই ভরতকে ফোন করেন। সেখানে তাঁকে জানান, সপরিবারে আত্মঘাতী হতে চলেছেন তিনি। ভরত তাঁকে কিছু বলার আগেই ফোন কেটে যায়।

সীমান্তে কড়া জবাব সেনার

শ্রীনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ফের বিনা প্ররোচনায় সীমান্তে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ল পাকিস্তান। রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ সীমান্তে এই হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। যদিও এই হামলায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। প্রতিবেশী দেশের এহেন প্ররোচনার পালটা কড়া জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনাও। গত কয়েকদিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক এলাকায় যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ একইভাবে পুঞ্চের গুলপুর সেক্টরে গুলি চালায় পাকিস্তান সেনা।

মাধ্যমিকে প্রশ্নপত্রে বিভ্রান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন অঙ্ক খুব কঠিন! এ বারের মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় দু’টি প্রশ্ন কঠিন হওয়ার অভিযোগ উঠেছে! প্রশ্নপত্রে পাঁচ নম্বর ছেড়ে আসতে হয়েছে অনেক পরীক্ষার্থীকে। সেই আবহে এ বার রাজ্যের সব পরীক্ষককে ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে উত্তরপত্র মূল্যায়নের নির্দেশ দিল পর্ষদ। সঙ্গে আশ্বাসের সুরে জানানো হল, সঠিক পদ্ধতি মেনে অঙ্ক কষলেই ওই দু’টি প্রশ্নে মিলবে পুরো নম্বর।

৪ মাত্রার ভূমিকম্পের শব্দে আতঙ্কে দিল্লিবাসী

‘গর্জনের মতো শব্দের’ কারণ জানালেন বিশেষজ্ঞরা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি: রিখটার স্কেলে ৪ মাত্রার ভূমিকম্প সাড়া ফেলে দিয়েছে দিল্লিতে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজমাধ্যমে এই ভূমিকম্প নিয়ে পোস্ট করেছেন। বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার অনুরোধ করেছেন। সোমবার ভোরে কম্পন দেখে দিল্লির মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন। এখনও আতঙ্ক কাটেনি অনেকের। এই ভূমিকম্পের পর দিল্লির অনেকে বলছেন, তাঁরা কম্পনের সময়ে মাটির নীচ থেকে ‘গর্জনের মতো শব্দ’ পেয়েছেন। যা আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কেন এই শব্দ? ভূমিকম্পে শব্দ হওয়া কি স্বাভাবিক? কী বলছে বিজ্ঞান? বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, ভূমিকম্পের গভীরতা কম থাকলে অনেক ক্ষেত্রে শব্দ হতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, ভূমিকম্পের কেন্দ্র যত বেশি অগভীর হবে, তার শক্তি মাটির উপরে ধাক্কা দেবে তত বেশি। উচ্চ কম্পাঙ্কের ভূকম্পীয় তরঙ্গ যদি মাটির নীচে তৈরি হয়, তবে তার শব্দ উপর থেকেও শোনা যেতে পারে। জমি শক্ত হলে গর্জন-শব্দ বেশি হতে পারে। দিল্লির ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটেছে বলে মত অনেকের।

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি: সোমবার ভোররাতে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নয়াদিল্লি। ভূকম্পন অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ ভীত হয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। সোমবার ভোর ৫টা ৩৬ নাগাদ তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয় নয়াদিল্লি- সহ সংলগ্ন অঞ্চল ও উত্তর ভারতের বেশ কিছু এলাকায়। জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল দিল্লির ধৌলাকুঁয়া। মাটি থেকে পাঁচ কিলোমিটার গভীর ছিল ভূ-কম্পনের কেন্দ্রস্থল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য কম্পন অনুভূত হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই। দিল্লীবাসীরা জানিয়েছেন, কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র শব্দ শোনা গিয়েছিল। তাঁদের দাবি, গত ২৫ বছরে দিল্লিতে এই ধরণের কম্পন অনুভূত হয়নি। সোমবার দিল্লি ছাড়াও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল আগ্রা, হরিয়ানা-সহ বিভিন্ন জায়গায়। এর আগে গত ১১ জানুয়ারি ও ২৩ জানুয়ারি দিল্লিতে কম্পন অনুভূত হয়েছিল।

রিখটার স্কেলে ৪ মাত্রার ভূমিকম্প সাড়া ফেলে দিয়েছে দিল্লিতে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজমাধ্যমে এই ভূমিকম্প নিয়ে পোস্ট করেছেন। বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার অনুরোধ করেছেন। সোমবার ভোরে কম্পন দেখে দিল্লির মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন। এখনও আতঙ্ক কাটেনি অনেকের। এই ভূমিকম্পের পর দিল্লির অনেকে বলছেন, তাঁরা কম্পনের সময়ে মাটির নীচ থেকে ‘গর্জনের মতো শব্দ’ পেয়েছেন। যা আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দেয়। সোমবারের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল দিল্লিতেই। দক্ষিণ দিল্লির ধৌলাকুঁয়ায় দুর্গাবাই দেশমুখ কলেজ অফ স্পেশ্যাল এডুকেশনের জমির ঠিক নীচে ভূমিকম্প হয়েছে। মাটি থেকে তার গভীরতা মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, ভূমিকম্পের গভীরতা কম থাকলে অনেক ক্ষেত্রে শব্দ হতে পারে।

আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) অনুযায়ী, ভূমিকম্পের সময়ে ভূমি কাঁপে। এর ফলে ছোট ছোট ভূকম্পীয় তরঙ্গ তৈরি হয়। এগুলি মাটির উপরে হাওয়ার সংস্পর্শে এলে শব্দতরঙ্গ তৈরি করে। ভূমিকম্পের ফলে উৎপন্ন প্রথম তরঙ্গের নাম পি-ওয়েভ। এগুলি শব্দতরঙ্গের মতোই। মাটির উপরেও সেই কম্পনের শব্দ শোনা যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, ভূমিকম্পের কেন্দ্র যত বেশি অগভীর হবে, তার শক্তি মাটির উপরে ধাক্কা দেবে তত বেশি। উচ্চ কম্পাঙ্কের ভূকম্পীয় তরঙ্গ যদি মাটির নীচে তৈরি হয়, তবে তার শব্দ উপর থেকেও শোনা যেতে পারে। জমি শক্ত হলে গর্জন-শব্দ বেশি হতে পারে। দিল্লির ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটেছে বলে মত অনেকের।

দিল্লির বাসিন্দারা অনেকেই মানতে পারছেন না, রিখটার স্কেলে সোমবারের ভূমিকম্পের মাত্রা মাত্র ৪। উৎসস্থল অগভীর হওয়ার কারণে মাত্র ৪ মাত্রাতেই এত কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ভোর ৫টা ৩৬ মিনিটে বেশ কয়েক সেকেন্ড কম্পন স্থায়ী হয়। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘দিল্লি এবং আশপাশের এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। সকলের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা শান্ত থাকুন। ভূমিকম্প-পরবর্তী কম্পন হতে পারে, তার জন্য সতর্ক থাকুন। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।’ বাসিন্দারা অনেকেই সমাজমাধ্যমে অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, এই ধরনের কম্পন এর আগে কখনও অনুভব করেননি।

ফের আগুনের গ্রাসে মহাকুম্ভ!

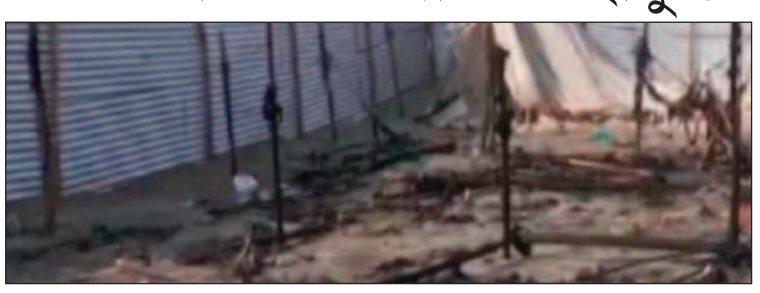

প্রয়াগরাজ, ১৭ ফেব্রুয়ারি: দুর্ঘটনা পিছু ছাড়ছে মহাকুম্ভের। মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল প্রয়াগরাজে। প্রবল আগুনে পুড়ে ছাই হল তাঁবু। সোমবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটেছে কুম্ভের ৮ নম্বর সেক্টরে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল। শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। গত ৩০ দিনে এই নিয়ে ৫ বার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল মহাকুম্ভে। গত ১৩ জানুয়ারি থেকে প্রয়াগরাজে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ। হিন্দুধর্মের পবিত্র এই মেলা শুরু হওয়ার পর থেকে একের পর এক দুর্ঘটনা সামনে এসেছে। পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের মৃত্যুর (বেসরকারি মতে সংখ্যাটা শতাধিক) পাশাপাশি ৩টি বড় অগ্নিকাণ্ড ও বেশকিছু ছোটখাট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেই আতঙ্কের মাঝেই, সোমবার দুপুর নাগাদ হঠাৎ আগুন লাগে সেক্টর ৮-এর একটি তাঁবুতে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগকে। প্রশাসনের দাবি, অতি দ্রুত সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে কোনওভাবে এই আগুন ছড়িয়ে পড়তে। ঠিক কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে মহাকুম্ভে এই ঘটনা প্রথমবার নয়। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মহাকুম্ভের ১৮ ও ১৯ নম্বর সেক্টরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সামনে আসে। সেই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাঁবুর ভিতরে রাখা আলমারি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এক সাধু জানান, তাঁবুতে তিন ব্যাগ টাকা রাখা ছিল। তাঁর মধ্যে দুটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এর আগে ৭ ফেব্রুয়ারি শংকরাচার্য মার্গে সন্ত হরিহরানন্দের প্যান্ডেলে আগুন লাগার ঘটনা সামনে আসে। এর আগে বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল গত ১৯ জানুয়ারি। সেবার ১৯ নম্বর সেক্টরে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। যার জেরে একডজনের বেশি তাঁবু ভস্মীভূত হয়ে যায়। এরপর গত ২৫ জানুয়ারি ফের আগুন লাগে কুম্ভের ২ নম্বর সেক্টরে জ্বলে যায় দুটি গাড়ি। আগুন লাগে ১৮ নম্বর সেক্টরে ইসকনের তাঁবুতে। বার বার এই দুর্ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে মহাকুম্ভে যোগী সরকারের ব্যবস্থাপনা নিয়ে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৫৮ নং এফিডেভিট বলে Md. Maksududdin Wara ও Md Maksuddin Wara S/o. Md Osmanfaruque Wara সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৯৭ নং এফিডেভিট বলে Soma Pal ও Soma Pal Ghosh W/o. Arnab Ghosh D/o. Subodh Chandra Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২০৭৬ নং এফিডেভিট বলে Tajlu S/o. Yasin ও Tajlu Sekh S/o. E. Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩১০ নং এফিডেভিট বলে Sagir Ahamed S/o. Samser Ali Mondal ও Sagir Ahamed S/o. S. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Shipra Roy D/o. Kalipada Roy গত ইং ১০/০২/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Ayesha Halder নামে পরিচিত হইয়াছি। ১৭/০২/২০২৫ তারিখে S.D.E.M. সদর হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে Ayesha Halder ও Shipra Roy D/o. Kalipada Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১৭ নং এফিডেভিট বলে Antara Sinha ও Antara Sinha Basu W/o. Samir Kumar Sinha D/o. Alak Kumar Basu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৭ নং এফিডেভিট বলে Gopa Bala ও Shukla Bala W/o. Shukdeb Bala সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Shrabanti Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Mrinal Dey ও M. Dey উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৮২৪ নং এফিডেভিট বলে Mukesh Singh ও Mukesh Kr. Singh S/o. Rajesh Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২১৫২ নং এফিডেভিট বলে Sahadeb Paul ও Sahadeb Pal S/o. Madan Mohan Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০২/২০২৫ S.D.E.M., আরামবাগ, হুগলী কোর্টে ২৪৮৯ নং এফিডেভিট বলে Nikhil Maiti S/o. Lt. Rampada Maiti ও Nikhil Kr. Maity S/o. R. Maity সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৯৪১ নং এফিডেভিট বলে Murari Dey S/o. Kalipada Dey ও Murari Mohan De S/o. K. P. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Rumki Sarkar Majumder** (actual name), W/o Amitava Sarkar, D/o Ramprosad Majumder, of Vill.- Charaktala, P.O. & P.S.- Bongaon, Dist.- 24 PGS (N), PIN- 743235, W.B., do hereby declare, vide affidavit in the Court of the Ld. A.C.J.M. (1st Class) at Bongaon on 10.01.2025, that **Rumki Sarkar Majumder, Rumki Sarkar (Majumder),** and **Rumki Sarkar** are one and the same person.

Change of Name

I, **PRANAB KUMAR MAHAPATRA** S/o Late Ashutosh Mahapatra, residing at Y-8A, Bidhannagar, Ward No. - 05, P.O.- Midnapore - 721101, P.S. - Kotwali, Dist.- Paschim Medinipur, shall henceforth be known as **PRANAB MAHAPATRA** as declared in the Court of the Judicial Magistrate (1st Class) at Midnapore, Paschim Medinipur vide Affidavit No. 7284 Dated 17/04/2018. **PRANAB KUMAR MAHAPATRA** and **PRANAB MAHAPATRA** both are same and identical person.

Change of Name

I, **Swapna Mukherjee Mahapatra** W/o Pranab Mahapatra & D/o Sailesh Kumar Mukherjee, residing at Y-8A, Bidhannagar, Ward No.-05, P.O.- Midnapore - 721101, P.S.- Kotwali, Dist.- Paschim Medinipur, shall henceforth be known as **SWAPNA MAHAPATRA** as declared in the Court of the Judicial Magistrate (1st Class) at Midnapore, Dist.- Paschim Medinipur vide Affidavit No. 3031 Dated 13/02/2025. **SWAPNA MUKHERJEE MAHAPATRA** and **SWAPNA MAHAPATRA** both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমি মিনু রানী বেরা, লিপিকা সরকার (বেরা) নিকট হইতে আমমোক্তার দলিল নং IV-I-1413/22 মূলে প্রাপ্ত ভূমি R.S.- ৬৬২, L.R.- ৭১৮, J.L.- 263 পর্ণা সামন্ত কে বিক্রয় করিয়াছি, যদি কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে Phone No -এ জানাবেন, M- 9434415194.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল, শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ সাউ এবং শ্রীমতি শকুন্তলা সাউ, সাকিন ৩এইচ/৭, ওলাই চণ্ডী রোড, বেলগাছিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৩৭, রেজিস্টার্ড দলিল নং ৩৩৮-১৯৯১ সালের ২৩.০১.২০২৫ তারিখে মধ্যমগ্রাম বাজারে সকাল আনুমানিক ৯ টার সময় দলিলের ফটো কপি করানোর সময় হারিয়ে যায়, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মধ্যমগ্রাম থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ৩৫৩ তারিখ ০৫.০২.২০২৫ দায়ের করেন।
কোনও ব্যক্তির কোনও দাবি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে বা পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দীপ মুখার্জি
(অ্যাডভোকেট)
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা : ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী তপতী সাহা ওরফে তপতী ঘটক** পিতা ৺যতীন্দ্র সাহা সাকিম মধ্যমগ্রাম নেতাজী নগর, গঙ্গানগর, মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১৩২ মহাশয়া বিগত ইং 16/12/2020 তারিখে ডি.এস.আর-II, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3139/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রশান্ত ধর** পিতা প্রানেশ ধর, সাকিম কাজিডাঙ্গা, জোড়া অশ্বত্থতলা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 26/04/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4498/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী মরণ দাস** পিতা ৺বেচারাম দাস সাকিম কাজিডাঙ্গা, হলুদপুর, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ০.০২ একর সম্পত্তি বিক্রয় করেন।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নলডাঙ্গা, ০৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৯৪/১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ০৭ নং তথা হাল এল.আর. ৩১ নং দাগে বাগান জমি ০.০২ একর অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী মরণ দাস** পিতা ৺বেচারাম দাস উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা

আমাদের পূর্ব পূর্বাধিকারী সত্যরঞ্জন রায় হাল. এল. আর. জরীপে ১৮০১৪ নং খতিয়ানে তাহার নিজ নামে রেকর্ড করিয়া, মালিক দখলদার থাকাকালে তিন পুত্র ও এক কন্যাকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি তাহার কন্যা দুর্গা মৌলিক ১/৪ অংশে পিতার ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া দখলকারিণী থাকাকালে স্বামী এক পুত্র ও এক কন্যাকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি আমি নিম্নলিখিত ১ নং লিখিতং স্ত্রীর ওয়ারিস সূত্রে এবং আমারহ ও ৩ নং লিখিতং দ্বয় মাতার ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হয়। বিগত ইংরাজি ২১/১০/২০২২ তারিখে আমরা ১) শ্রী প্রদীপ কুমার মৌলিক, পিতা- প্রফুল্ল কুমার মৌলিক, ২) শ্রী স্বর্ণদ্বীপ মৌলিক, পিতা- শ্রী প্রদীপ কুমার মৌলিক, উভয়ের সাং ও পো: ছাতিমতলা, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১২২২। ৩) শ্রীমতি দীপান্বিতা মৌলিক, স্বামী শ্রী কৌশিক রায়, সাং ও পো: শিমুরালী, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১২৪৮। I - 130213110/2022 নং আমমোক্তার -নামা দলিল বলে শ্রী তারাদাস রায়, পিতা- সত্যরঞ্জন রায়, সাং - বৈকুন্ঠসড়ক, পো: শক্তিনগর, থানা - কোতায়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১১০২, মহাশয়কে আমমোক্তারকৃত করা হয়। উক্ত আমমোক্তার মহাশয় কে - ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় এল. আর. ১৮০১৪ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর. এস. ১১৫৮২ নং ও এল. আর. ১৫৪৪২ নং দাগে মোট ১৫.৭৫ শতক জমি আমমোক্তারকৃত করা হয়। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর. অফিসে আপত্তি জানাবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি সৌমিত্র কুমার বাগ, অ্যাডভোকেট তমলুক আদালত, পোস্ট ও থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে,আমারমক্কেল অর্থাৎ শ্রী সমর কুমার দে, পিতা-শ্রী সন্তোষ কুমার দে, সাং-টাউন পদুমবসান, পোঃ+থানা তমলুক এর বাসিন্দা হইতেছেন। আমার মক্কেল তমলুক থানার অন্তর্গত ১৪২ নং জে.এল. ভুক্ত উত্তরচড়া শংকরআড়া মৌজায় I-2105 নং দলিলমূলে ১) গৌতম কুমার দে ২) উত্তম কুমার দে ৩) শ্রীমত্যা নির্মলা দে এর নিকট হইতে ২১ ও ২২ নং দাগের উপর ০৯ শতক পরিমাণ ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং MN/2025/1109/2406 নং মিউটেশন কেস মূলে তমলুক-১ বি.এল. এন্ড. এল. আর ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। যাহা 19/12/2000 তারিখে 44 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে শ্রীমত্যা নির্মলা দে তাহার দুই পুত্র শ্রী গৌতম কুমার দে ও শ্রী উত্তম কুমার দে অর্থাৎ ১নং ও ২নং বিক্রেতাকে ক্ষমতা প্রদান করেন। ইহাতে সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে অদ্যদিবস হইতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে তমলুক-১ নং বি.এল.এন্ড.এল.আরও অফিসে জানাইতে হইবে।

সৌমিত্র কুমার বাগ, অ্যাডভোকেট তমলুক কোর্ট
Enrol. No- F1887/1985 of 1995

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী, মোকাম চুঁচুড়া ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

২০২০ সালের ৩০ নং এক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারি- শ্রী সায়ন্তন নন্দী, পিতা-মৃত সমীরণ নন্দী, সাং গ্রাম বাগাটী, পোঃ ও থানা-মগরা জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে অত্র মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারি প্রয়াত **সমীরণ নন্দী**, পিতা- মৃত শীতাংশু কুমার নন্দী সাং গ্রাম বাগাটী, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ এর ত্যক্ত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মগরা শাখায় গচ্ছিত ৫,১৮,১৯২.২৬ টাকার সাপেক্ষে সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার প্রার্থনায়, জেলা হুগলী, মোকাম চুঁচুড়া ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালতে ২০২০ সালের ৩০ নং এক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন যাহা আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে। এমতাবস্থায় নোটীশ প্রকাশিত হইবার ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত প্রয়াত **সমীরণ নন্দী** এর সম্পত্তির কোন ওয়ারিশন বা দাবিদার থাকিলে তিনি নিজে অথবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানী মতে মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

ব্যাঙ্কের নাম: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, মগরা শাখা, **একাউন্টের প্রকার:** পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড একাউন্ট, **একাউন্ট নং:** ১০৯৯১৪৮৬১১১, **টাকার পরিমাণ:** ৫,১৮,১৯২.২৬
মোট টাকার পরিমাণ ৫,১৮,১৯২.২৬ (পাঁচ লক্ষ আঠারো হাজার এক শত বিরানব্বই টাকা ছাব্বিশ পয়সা) মাত্র।

দরখাস্তকারির পক্ষে
প্রিয়াঙ্কা দে (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী

নোটিশ

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল নিউ লাইফ লাইন ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক বাদকুল্লা, নদীয়া এর অথরাইজড সিগনেটারি গঙ্গারানী বিশ্বাস ১৯.০৬.২০২৩ তারিখে পরলোক গমনের 'করিয়াছেন উক্ত নিউ লাইফ লাইন ডায়াগনস্টিক ক্লিনিকের অংশীদারিগন তাপসী বিশ্বাস, স্বামী-সুখেন বিশ্বাস সাং ও পোস্ট খামারশিমুলিয়া, থানা-তাহেরপুর জেলা নদীয়া ৭৪১১২১ কে অথরাইজড সিগনেটারি মনোনীত করিয়াছেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সি.ই.(C.E) লাইসেন্স নবীকরণ এর জন্য যাবতীয় কাগজপত্রে সহি করিবার অনুমতি দিয়েছেন।
উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি বা বক্তব্য থাকে উপযুক্ত ভাবে জানাবেন।

গৌতম বিশ্বাস।
এ্যাডভোকেট
নদীয়া জেলা জাজেসকোর্ট কৃষ্ণনগর
নদীয়া-৯৯৩২৮৬৪৫৮২

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। ৫ ই ফাল্গুন।মঙ্গল বার। কৃষ্ণ পক্ষের ষষ্ঠী তিথি। জন্মে তুলা রাশি, অষ্টত্তরী বুধ র মহাদশা, বিংশোত্তরী রাহু মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ শ্রীশ্রী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্যের পর্যটন শিল্পে ৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকার লগ্নি: ইন্দ্রনীল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রে মোট ৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা লগ্নির প্রস্তাব এসেছে। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে সোমবার বিজেপি বিধায়ক নরহরি মাহাতোর এক প্রশ্নের উত্তরে পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, উত্তর, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা জুড়ে এই পর্যটন প্রস্তাবগুলি এসেছে। তিনি আরো বলেন, জেলাশাসকদের সুপারিশ মত জেলাভিত্তিক পর্যটনের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প হাতে নেয়া হচ্ছে। আগামী আর্থিক বছরের জন্য ইতিমধ্যেই এরকম ৭০ টি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৩৮ টি উত্তর বঙ্গের এবং ৩২ টি দক্ষিণবঙ্গের। এইজন্য ৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নতুন কোন পর্যটন কেন্দ্র তৈরির জন্য বিধায়কদের কোন প্রস্তাব থাকলে তা জেলাশাসক মারফত পর্যটন দপ্তরের কাছে পাঠাতে হবে বলে পর্যটন মন্ত্রী জানান। এক অতিরিক্ত প্রশ্নে বিধায়ক নরহরি মাহাতো পুরুলিয়ার পর্যটন বিকাশে ঝালদা বিধানসভার জাগর পাহাড়ের উন্নয়নের বিষয়ে এক প্রস্তাব প্রসঙ্গে মন্ত্রী এ কথা বললে অধ্যক্ষ তাকে ভর্ৎসনা করেন। তিনি বলেন, বিধানসভায় কোন বিষয়ে প্রস্তাব দিলে সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। এখানে বিধায়কের দেওয়া প্রস্তাবকে বৈধ সুপারিশ হিসাবে গ্রহণ করে তা জেলাশাসকের কাছে পাঠাতে পর্যটন মন্ত্রীকে তিনি নির্দেশ দেন।

এবছরেই দেশে ১ নম্বর স্থান নেবে রাজ্যর মাছ উৎপাদন: বিপ্লব রায়চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি বছরেই রাজ্য মাছ উৎপাদনে দেশের এক নম্বর জায়গায় পৌঁছে যাবে। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে সোমবার বিধায়ক মধুসূদন বাগের প্রশ্নের উত্তরে মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন সামগ্রিক ভাবে মাছের উৎপাদনের নিরিখে রাজ্য বর্তমানে গোটা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্যের চাহিদার থেকেও উৎপাদন বেশি। সরকারি ভাবে বাইরে থেকে কোনো মাছ আমদানি করতে হয় না। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের নিরিখে মৎস্য বীজ উৎপাদনে রাজ্য গোটা দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে বলে মৎস্যমন্ত্রী জানান। এদিকে মানুষকে সুলভে দোরগোড়ায় মাছ পৌঁছে দিতে সুফল বাংলা স্টলে মাছ বিক্রির কাজও শুরু হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। রাজ্যের ৩৫ টি জায়গায় সুফল বাংলা মৎস্য স্টল খোলা হচ্ছে। আগ্রহী স্বনির্ভর গোষ্ঠী, মৎস্য সমবায়গুলোকে ওইসব বিপণী চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এরকম ১০০টি বিক্রয়কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে মৎস্যমন্ত্রী সভায় জানিয়েছেন। মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রথম পর্যায়ে ৩৫টি সুফল বাংলা মৎস্য বিপণী তৈরি করতে বরাদ্দ হয়েছে২.৫৩ কোটি টাকা।যেখানে সুফল বাংলার স্টলগুলি রয়েছে, তারই গায়ে খোলা হচ্ছে মাছের স্টলগুলি। অন্য জায়গাতেও কিছু ক্ষেত্রে এই স্টল থাকবে। মৎস্য দপ্তরের আওতায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর যেসব জলাশয়ে মাছ চাষ হয় সেখান থেকেই টাটকা মাছ আসবে স্টলগুলিতে। ৩৫টি স্টলের মধ্যে দক্ষিণ কলকাতায় পাঁচটি, উত্তর কলকাতায় তিনটি, সল্টলেকে একটি ও নিউটাউনে তিনটি স্টল খোলা হবে।

অধিবেশন শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক, নজরকাড়া সক্রিয় শাসক বিধায়করা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে। অধিবেশন শুরুর সময় সকল বিধায়কদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিধানসভায় দলের সদস্যদের সক্রিয় হতে মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশের পর সরকার পক্ষের বিধায়কদের সোমবার সদনে তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মত। সোমবার রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনার প্রথম দিনে শাসক বিরোধী মিলিয়ে মোট ২৪ জন সদস্য আলোচনায় অংশ নেন। এর মধ্যে ১৪ জন সদস্য শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অর্থাৎ সরকারপক্ষের। এরমধ্যে ৯ জন তৃণমূল বিধায়ক এদিন বক্তব্য রাখেন, যাদের অতীতে কখনও বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে দেখা যায়নি। যদিও এর মধ্যে কয়েকজন সদ্য জয়ী বিধায়কও যেমন রয়েছেন তেমন রয়েছেন অনেক পুরনো বিধায়কও। নৈহাটির সনৎ দে, তালডাংড়ার ফাল্গুনী সিংহ বাবু, বাগদার মধুপর্ণা ঠাকুর, করবী মান্না, অরিন্দম গুই এবং বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের টিকিটে জিতে আসা মুকুটমনি অধিকারী এদিন প্রথমবার আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়াও প্রথম বক্তার তালিকায় ছিলেন, মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা, শেখ রবিউল ইসলাম, সঙ্গীতা রায়।

বিরোধী বিধায়করা রাজ্যপালের ভাষনের বিরোধীতা করে তাদের বক্তব্য বলেন। বিজেপি বিধায়িকা শিখা চ্যাটার্জি তার বক্তব্য পেশ করার পরই ডেপুটি স্পিকারের অনুমতি নিয়ে চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য বলেন মাননীয়া বিধায়িকার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি আমরা বিধানসভায় আসি শপথ নিয়ে। আমরা সংবিধানের রক্ষাকর্তা হিসাবে শপথ নিয়েছি। শিখা চ্যাটার্জি তার বক্তব্যে অনেক অসত্য কথা বলেছে।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে শূন্যপদ রয়েছে, মানলেন ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নগরোন্নয়ন দপ্তরের আওতায় থাকা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে শূন্য পদ রয়েছে মেনে নিলেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এই মুহূর্তে এই শূন্য পদের কারণে পরিষেবায় কিছু সমস্যা হচ্ছে সেটাও মানছেন তিনি। ইতিমধ্যেই এই নিয়োগের বিষয়ে অর্থ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। তবে সঠিকভাবে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভরসা অস্থায়ী চিকিৎসক এবং নার্সরাই। এ দিন তৃণমূল বিধায়ক সপ্তর্ষি ব্যানার্জির করা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ফিরহাদ হাকিম জানান, শহুরে নাগরিকদের স্বাস্থ্যপরিসেবার ক্ষেত্রে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা ওয়েলনেস সেন্টার গুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রসঙ্গত এ দিন প্রশ্নোত্তর পর্বে নগরোন্নয়ন দপ্তরের আওতায়এই মুহূর্তে পুরসভা এবং পুর নিগমের মধ্যে থাকা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত তৃণমূল বিধায়কের প্রশ্নের জবাবে সোমবার রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যের পুরো ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন এই মুহূর্তে রাজ্যে তার দপ্তরের আওতায় রয়েছে ৯৮৩ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। এছাড়া ২২২টি হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট ৪৫টি স্পেশ্যালিটি আউটডোর সেন্টার। তিনি আরো জানান, এই মুহূর্তে রাজ্যে তার দপ্তরের আওতায় ৪২ টি রয়েছে মাতৃসদন যার বেড সংখ্যা ৭১৬ টি। ২০২১-২২ সালে নগর উন্নয়ন দপ্তরের তরফ থেকে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আওতায় আরবান হেলথ সেন্টার তৈরীর বিষয়ে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেইমতো বর্তমানে রাজ্যে ৭০৩ টি আরবান হেলথ সেন্টারের মধ্যে চালু রয়েছে ৫৩২ টি। এর মধ্যে যেমন কিছু স্থায়ী ঠিকানায় চালু রয়েছে। আবার কতকগুলি ভাড়া করা ঠিকানায় চালু রয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন এছাড়া আরো ২০০ আরবান হেলথ সেন্টার তৈরির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে দপ্তরের তরফ থেকে তা তৈরি করা হবে। তিনি জানান এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে এই মুহূর্তে চিকিৎসকের সংখ্যা ১৬৯১ এবং নার্সের সংখ্যা ৭৪৭ জন। মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল শেষ পাঁচ বছরে এ ধরনের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত বৃদ্ধি পেয়েছে। জবাবে ফিরহাদ হাকিম বলেন, ৫৩২ টি হেলথ সেন্টার অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার এই মুহূর্তে স্থায়ী বা অস্থায়ী ঠিকানায় চালু রয়েছে। এছাড়া ১৭১ টি এধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরি রয়েছে যেগুলি আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। এইসব স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বর্তমানে চিকিৎসকের সংখ্যা শূন্য রয়েছে ১০২৫, নার্সের সংখ্যা খালি রয়েছে ৫১২ টি। এই শূন্য পদ পূরণের বিষয়েও মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী জানিয়েছেন আপাতত গোটা বিষয়টি অর্থ দপ্তরের মঞ্জুরীর অপেক্ষায় রয়েছে। তবে এই মুহূর্তে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি চালানোর জন্য অস্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগের পথে হাঁটছে দপ্তর। তাদের মাধ্যমেই এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে যে লোক সংখ্যার কমে সমস্যা রয়েছে তা মোকাবিলা করা হবে। এদিন তৃণমূল বিধায়ক অপূর্ব সরকার এই হেলথ সেন্টার বা ওয়েলনেস সেন্টারগুলিতে নাইট গার্ড ও সুইপারের অভাবের বিষয় উল্লেখ করেন। মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় তাকে জানিয়ে দেন এর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পুরসভাকেই নিতে হবে। সবকিছু সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

অপহৃত রাজস্থানী ব্যবসায়ী উদ্ধার, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজস্থান থেকে আগত এক বস্ত্র ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবির অভিযোগে হাওড়ার নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। একইসঙ্গে ওই অপহরণকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে তিনজন অপহরণকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অভিযোগের সূত্রপাত নিশ্চিন্দা থানার অধীনস্থ ফুলবাগান থানা এলাকার বাসিন্দা মনস ভট্টাচার্য পুলিশের কাছে ফোন করে জানান, রাজস্থানের এক বস্ত্র ব্যবসায়ী সচিন বৈষ্ণব (২৫) অপহৃত হয়েছেন। অপহরণকারীরা তার ব্যবসায়ী অংশীদার অজিত সিং-এর কাছে হোয়াটসঅ্যাপ কলের মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করছিল। যদিও অপহৃত ব্যক্তি একবার নিজের লাইভ লোকেশন শেয়ার করতে সক্ষম হন, যা পুলিশকে অপহরণকারীদের অবস্থান চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। নিশ্চিন্দা থানার আধিকারিকরা দ্রুত তার মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করেন এবং রাত ৩ টে২৫ নাগাদ রামচন্দ্রপুরের হাঁড়িকাল এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালান। পুলিশের প্রথমে কড়া নাড়ার পরেই নিশ্চিত হয় যে সেটি সঠিক ঠিকানা, এবং ভুক্তভোগীকে একটি বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। অভিযানে তিনজন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়, বেলুড় এলাকার বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় ঝা ওরফে সত্যম, নিশ্চিন্দার বাসিন্দা জিতেন্দ্র শা, উত্তরপাড়া, মাখলার বাসিন্দা অভিষেক শর্মা। তদন্তে উঠে আসে, সত্যম ওরফে মৃত্যুঞ্জয় ঝা ভুক্তভোগী সচিন বৈষ্ণবের সাথে ব্যবসায়িক চুক্তির নামে কলকাতায় আসার ব্যবস্থা করে। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ভোরে তিনি জয়পুর থেকে কলকাতা আসেন এবং ডানকুনির একটি হোটেলে অবস্থান করেন। পরের দিন সন্ধ্যায় তারা ফেরার প্রস্তুতি নিলেও সত্যম ও তার সঙ্গীরা সচিনকে রামচন্দ্রপুরের হাঁড়িকাল এলাকায় নিয়ে গিয়ে একটি বাড়িতে আটকে রাখে এবং মুক্তিপণের জন্য তার অংশীদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। যদিও এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক। এই অপহরণের মূল পরিকল্পনাকারী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে সমীর সোনকর নামে একজনকে, যার বাড়িতেই ভুক্তভোগীকে আটকে রাখা হয়েছিল। পুলিশ তাকে ধরতে তল্লাশি চালাচ্ছে। গ্রেফতারকৃত তিনজনকে ছয় দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পলাতক অপরাধীকে ধরতে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও কেউ আছে কিনা তা জানতে তদন্ত জারি থাকবে।

স্বামীজীর চিকাগো ধর্মসভা থেকে প্রত্যাবর্তন উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক কলকাতা প্রত্যাবর্তনের এবং আলমবাজার মঠে প্রথম পদার্পণের ১২৮তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে রবিবার বেলুড় মঠে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন মঠ কর্তৃপক্ষ। জানানো হয়, শিকাগো ধর্মমহাসভা তথা আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে স্বামী বিবেকানন্দের অভাবনীয় সাফল্য এবং তাঁর ভারত প্রত্যাবর্তনের পর সমগ্র দেশ তাঁকে যে সাদর সম্বর্ধনা জানায়, তা থেকেই ভারতবর্ষের সর্বাত্মক জাগরণের সূচনা। চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর মতে, 'স্বামী বিবেকানন্দই হিন্দুধর্ম এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ না থাকলে আমরা আমাদের ধর্ম হারাতাম এবং স্বাধীনতাও লাভ করতে পারতাম না। আমাদের সবকিছুর জন্যই আমরা তাই বিবেকানন্দের কাছে ঋণী।' তাই বিবেকানন্দের ভারতপ্রত্যাবর্তন কোন সফল ব্যক্তির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নয়। এ যেন ভারতের আত্মাই আবার ফিরে এসেছিল। তাঁর মাধ্যমে। প্রাশ্চাত্য থেকে ফেরার পর তিনি ভারতের বর্তমান ভূখণ্ডে পদার্পণ করেছিলেন ১৮৯৭ খ্রিস্টাধের ২৬ শে জানুয়ারি। তারপর তিনি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন সর্বত্র বিজয়ী বীরের সংবর্ধনা লাভ করতে করতে। তিনি চেন্নাই থেকে এস এস মোম্বাসা জাহাজে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ সালে মাঝরাতে তিনি বজবজ বন্দরে এসে পৌঁছন। পরদিন ১৯ শে ফেব্রুয়ারি ভোরে তিনি বজবজ বন্দরে পদার্পণ করেন এবং রেল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা মত একটি স্পেশাল ট্রেনে করে বজবজ স্টেশন থেকে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা হন। শিয়ালদা স্টেশনে তখন সেই শীতের সকালেও সমবেত কুড়ি হাজার মানুষ। তাদের সমবেত হর্ষধ্বনির মধ্যে স্বামীজীর ট্রেন শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছায় সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ। স্বামীজি ট্রেন থেকে নামলে যাঁরা কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে থাকেন। আর যাঁরা দূরে ছিলেন তাঁরা সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠেন 'জয় পরমহংস রামকৃষ্ণদেব কি জয়। জয় স্বামী বিবেকানন্দ কি জয়।' এরপর ভিড়ের মধ্যে থেকে কোনরকমে স্বামীজিকে বের করে নিয়ে তাঁকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘোড়ার গাড়িতে উঠানো হয়। গাড়ি ছাড়ার আগেই একদল ছাত্র এসে গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই স্বামীজিকে টেনে নিয়ে চলে রিপন কলেজের (বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ কলেজের) দিকে। তাঁর গাড়িকে অনুসরণ করে চলল এক বিরাট শোভাযাত্রা, যার মধ্যে আছে বহু মানুষ, বেশ কয়েকটি গানের দল এবং সাড়ি দিয়ে চলা বহু ঘোড়ার গাড়ি। রিপন কলেজে স্বামীজিকে সম্বর্ধনা দেয়া হল। এই অভূতপূর্ণ শোভাযাত্রা ও সংবর্ধনা দেখে স্বামীজি নিজেও অভিভূত হয়ে গেছিলেন। সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি দুই একটি ধন্যবাদ সূচক কথা বললেন মাত্র।

তারপরে স্বামী যোগানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো বাগবাজারে পশুপতিনাথ বোসের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য। এখানে স্বামীজীর সঙ্গে তার কয়েকজন গুরু ভ্রাতার দেখা হয়। তাঁরা হলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সন্ধ্যাবেলায় স্বামীজি আলমবাজার মঠে চলে আসেন। এখানেই তখন সব সন্ন্যাসী গুরু ভাইয়েরা থাকতেন, এটাই তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। স্বামীজি যখন শেষবার ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছিলেন সেই সময়েই রামকৃষ্ণ মঠ বরানগর থেকে আলমবাজারে উঠে এসেছিল। তাই, বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের আলমবাজার মঠে প্রথম পদার্পণের তারিখটিও এই ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৫ ফাল্গুন, মঙ্গলবার

আধার-ভোটার কার্ড রয়েছে বাংলাদেশিদেরও

ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আধার-ভোটার কার্ড রয়েছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদেরও! তাই এই দুই পরিচয়পত্র কি আদৌ ভারতীয় নাগরিক হওয়ার প্রমাণ? সোমবার জাল পাসপোর্ট মামলার শুনানিতে এই প্রশ্ন তুলে দিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ।

বর্ধমানের বাসিন্দা দুলাল শীল ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না শীলকে একবছর আগে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযোগ, তাঁরা আদপে বাংলাদেশি। জাল আধার-ভোটার কার্ড বানিয়ে এদেশে থাকছিলেন বলে দাবি পুলিশের। এদিন তাঁদের জামিন মামলায় বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিচারপতি। তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'আধার কার্ড, ভোটার কার্ড থাকলেই ভারতীয় নাকি? এই রকম জাল আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং রেশন কার্ড প্রত্যেক বাংলাদেশির আছে। ওদের আবার কেউ কেউ এদেশের নাগরিক দেখাতে ট্যাক্সও দেয়।' তাঁর কথায়, তআমেরিকা থেকে যাদের বের করে দিচ্ছে, তাঁদের মধ্যেও এই একই ঘটনা দেখা যাচ্ছে।দ

এদিন মামলাকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, ইমিগ্রেশন দপ্তর থেকে কেউ উত্তর দেয়নি। ফলে পাসপোর্ট জাল করেছে, তা কীভাবে প্রমাণিত? জানা গিয়েছে, ২০১০ সালে এদেশে আসে ওই পরিবার। ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অ্যামেন্ড অ্যাক্ট ২০১৯ আইনের ধারা ২ অনুযায়ী ২০১৪ সালের আগে যারা এদেশে এসেছেন তাঁদের এদেশের নাগরিক বলে গণ্য করা হবে। এই যুক্তি দেখিয়ে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন অভিযুক্তদের আইনজীবী। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হননি বিচারপতি। বর্ধমানের ওই দম্পতির জামিন খারিজ করে দেয় আদালত।

বিধানসভায় বিতর্কিত মন্তব্য, সাসপেন্ড অগ্নিমিত্রা পল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরস্বতী পুজোতে বাধাদানের অভিযোগ নিয়ে ফের রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। বিধানসভার অধিবেশন থেকে ৩০ দিনের সাসপেন্ড করা হয়েছে তাঁকে। অধ্যক্ষ তাঁদের সাসপেন্ড করার পর আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক বলছেন, 'পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবে আর সরস্বতী পুজো হবে? বাংলাদেশে সেনা দাঁড় করিয়ে পুজো হয়। আর পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ দাঁড় করিয়ে সরস্বতী পুজো। মুখ্যমন্ত্রীর কোনও বিবৃতি নেই। সেই নিয়ে বলেছি বলে আমাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ, আবার যদি এরকম হয়, আবার বলব। আবার আপনি সাসপেন্ড করুন। দেখি ২০২৬ পর্যন্ত আপনি কতবার আমাদের সাসপেন্ড করেন। বাংলার মানুষের জন্য বলতে গিয়ে যদি

সাসপেন্ড হতে হয়, একশোবার বলব। আর একশোবার সাসপেন্ড হব।'

প্রসঙ্গত, সরস্বতী পুজোয় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাধাদানের অভিযোগ উঠেছিল। সরব হয়েছিল বিজেপি। সরস্বতী পুজো করা নিয়ে বাংলায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে সোমবার বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনে গেরুয়া শিবির। সোমবার সেই প্রস্তাব পড়েন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। তবে সেই প্রস্তাবের উপর আলোচনার দাবি খারিজ করেন স্পিকার। এরপর বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন কক্ষে স্লোগান দেন। অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা। পরে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় চার বিজেপি বিধায়ককে ৩০ দিনের জন্য সাসপেন্ড করেন। একইসঙ্গে সাসপেন্ড হলেও বাজেট অধিবেশনের বাকি দিনগুলি বিধানসভার বাইরে থাকবেন বলে জানালেন অগ্নিমিত্রা। বলেন, 'বিধানসভার বাইরে বসে থাকব। বাজেট নিয়ে কী কী মিথ্যে কথা বলেছেন, সেগুলো শুনব। আর আপনাদের কাছে বলব।'

বাণতলা চর্মনগরীকে সেক্টর-৬ শিল্পনগরীর আওতায় আনতে চায় রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাণতলা চর্মনগরীকে সেক্টর সিক্স শিল্পনগরীর আওতায় আনতে চায় রাজ্য সরকার। এর জন্য ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্স ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনের হাত থেকে বাণতলা চর্মশিল্প নগরী পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিজেদের আওতায় আনতে চলেছে। সোমবার এই নিয়ে ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনকে নবান্নে বৈঠকে ডেকেছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। পরে ওই বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনকে এদিন জানিয়ে দেওয়া হয়, রাজ্য সরকার চর্মনগরীতে সব পরিষেবা দেবে, তার বদলে কর নেবে। বৈঠকে ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ খান। পুরমন্ত্রীকে বিষয়টি দেখার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়ে দেন, চর্মনগরী সরকারের হাতেই থাকা উচিত। পরে ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক জিয়া নাফিস বলেন, 'সরকার প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলাম। এবার আমরা সংগঠনের ৫০০ জন সদস্যের সঙ্গে বৈঠক করে ১৮ মার্চের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।' অন্যদিকে এদিনই, ম্যানহোল পরিষ্কার, বর্জ্য পরিষ্কার, সহ অন্যান্য পরিষেবা কীভাবে দেওয়া হবে তা ঠিক করতে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম কেএমডিএ,র সঙ্গে বৈঠক করেন। অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কীভাবে ম্যানহোল পরিষ্কার হবে সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, ম্যানহোলে নেমে কাজ করতে গিয়ে তিন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা কেন ঘটল, তা দেখার জন্য মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর কখনও না ঘটে, সেই পদক্ষেপ নিতে বলেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি এদিনের বৈঠক।

দমদমে দুষ্কৃতীদের টার্গেটে সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের বড়তলার পর দমদম। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নলতা স্কুলবাড়ি রোডে দুঃসাহসিক ডাকাতি। এবার দুষ্কৃতীদের টার্গেটে সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ দম্পতি। ছুরি দেখিয়ে হাত দিয়ে মুখ চেপে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বৃদ্ধ দম্পতির সর্বস্ব লুটপাটের অভিযোগ। এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে দমদম থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টায় তদন্তকারীরা।

তিনতলা বাড়িতে থাকেন শংকর ও পুতুল মজুমদার নামে বৃদ্ধ দম্পতি। তাঁদের ছেলে দেবাশিস মজুমদার কর্মসূত্রে মহারাষ্ট্রে থাকেন। অভিযোগ, রবিবার রাত দুটো নাগাদ ৬-৭ জন দুষ্কৃতী বৃদ্ধ দম্পতির বাড়িতে আসে। তাদের মাথায় হেলমেট। কাঁধে ব্যাগ। ওই বৃদ্ধ দম্পতির একতলার ঘরে ভাড়া দেওয়া ছিল। সেখানে কেউ ছিল না। সেই সুযোগে জানলার গ্রিল ভেঙে তালা খোলে দুষ্কৃতীরা। তারপর উপরে উঠে যায় তারা। অভিযোগ, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে ছুরি দেখিয়ে হাত-মুখ চেপে ধরে। মহিলার সোনার নাকছাবি ও আংটি খুলে নেয় দুষ্কৃতীরা। এছাড়া বাড়িতে থাকা প্রায় সর্বস্ব লুটপাট করে পালায় দুষ্কৃতীরা। বৃদ্ধা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী। তাই বৃদ্ধা সেভাবে চিৎকার চেঁচামেচি করতে পারেননি। দুষ্কৃতীরা যারা বাড়িতে এসেছিল, তাদের সকলের মাথায় হেলমেট ছিল। তাই কাউকে চিনতেও পারেননি বৃদ্ধ দম্পতি। দমদম থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আরও একবার প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা। দুষ্কৃতীরা পরিচিত নাকি অপরিচিত? ডাকাতির আগে কি রেইকি করেছিল দুষ্কৃতীরা? এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনই নানা প্রশ্নের জট। দুষ্কৃতীদের জেরা করে এই সংক্রান্ত তথ্যের খোঁজে পুলিশ।

বামফ্রন্টের রাজ্য সম্মেলনের আগে বিমান বসুর পোস্ট ঘিরে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৭তম রাজ্য সম্মেলনের আগে দলের ফেসবুক পেজে বিমান বসুর পোস্ট ঘিরে জল্পনা। পোস্টে তিনি লিখেছেন, ডানকুনিতে সম্মেলন পার্টির নিয়মনীতি মেনে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা করেন। তাঁর আহ্বান, কঠিন ও জটিল পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে নতুনভাবে নিজেদের শক্তির বিন্যাস ঘটাতে হবে।দ আর এতেই উঠছে হাজারও প্রশ্ন। বিভিন্ন জেলা সম্মেলনে সম্পাদক বদল কিংবা জেলা কমিটি তৈরি নিয়ে বারবার দলের অভ্যন্তরে মতানৈক্য প্রকাশ্যে চলে এসেছে। তর্কবিতর্ক গড়িয়েছে ভোটাভুটিতেও। যা কমিউনিস্ট পার্টিতে সাম্প্রতিককালে নজিরবিহীন। শেষ উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সম্মেলনে এই চিত্র করেছেন, তাতে লেখা , দতৃণমূল-বিজেপি বিরোধী অসাম্প্রদায়িক শক্তির উন্মেষ ঘটাতে আমরা-সহ বামপন্থীদের গভীর আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে সঠিক বোঝাপড়ায় পৌঁছতেই হবে। কঠিন ও জটিল পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে নতুনভাবে নিজেদের শক্তির বিন্যাস ঘটাতে হবে।দ আর এতেই উঠছে হাজারও প্রশ্ন। বিভিন্ন জেলা সম্মেলনে সম্পাদক বদল কিংবা জেলা কমিটি তৈরি নিয়ে বারবার দলের অভ্যন্তরে মতানৈক্য প্রকাশ্যে চলে এসেছে। তর্কবিতর্ক গড়িয়েছে ভোটাভুটিতেও। যা কমিউনিস্ট পার্টিতে সাম্প্রতিককালে নজিরবিহীন। শেষ উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সম্মেলনে এই চিত্র সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। এবার আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন।

ডানকুনিতে চারদিনের সম্মেলন শেষে ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য সমাবেশ। সেই রাজ্য সম্মেলনেও কি ভোটাভুটি বা দলীয় কোন্দলের আশঙ্কা করছে আলিমুদ্দিন? দলের প্রবীণ নেতা তথা বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর ফেসবুক পোস্টে তেমনই ইঙ্গিত দেখছে রাজনৈতিক মহল। রাজ্য সম্মেলনের আগে যাতে মতানৈক্য মিটিয়ে দলের নেতা-সদস্যরা একমত হতে পারেন, সে বিষয়ে সতর্ক করে এই পোস্ট বলে মনে করা হচ্ছে।

স্যালাইনের পর ইঞ্জেকশন নিষিদ্ধ করল আর জি কর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রিঙ্গার ল্যাকটেট স্যালাইনের পর আরও এক ইঞ্জেকশন নিষিদ্ধ হল আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসকদের কাছ থেকে একগুচ্ছ অভিযোগ পাওয়ার পর রোগীস্বার্থে ভিশন প্যারেনটেরল প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যাননিটোল ইঞ্জেকশন ব্যবহার আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ইঞ্জেকশনটি হৃদরোগের চিকিৎসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, ব্রেন স্ট্রোক এবং চোখের স্ট্রোকের চিকিৎসায় 'গোল্ডেন আওয়ারে' ম্যাননিটোল ইঞ্জেকশনটি দিতে হয়। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের নয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আজ থেকে আর রোগীদের এই সংস্থার নির্দিষ্ট ব্যাচের ইঞ্জেকশন-ওষুধ দেওয়া হবে না। প্রেসক্রিপশনেও এই ওষুধ বা ইঞ্জেকশনের নামও লেখা হবে না। বিষয়টি স্বাস্থ্যভবনেও জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর পর রিঙ্গার ল্যাকটেট নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর সব হাসপাতাল নিয়ে জরুরি আলোচনা করে স্বাস্থ্যভবনের কর্তারা। সেই বৈঠকে জানিয়ে দেওয়া হয় ওষুধ ইঞ্জেকশন নিয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে সরকার। রোগী স্বার্থে ব্যাচ নম্বর যেমন রেকর্ড করতে হবে তেমনই কোনও ইঞ্জেকশন ওষুধ রোগীদের উপর প্রয়োগ করার পর সঠিক সময়ে যদি রোগের উপসর্গের উপশম না হয় সঙ্গে সঙ্গে সেই সংস্থার ওষুধ, ইঞ্জেকশন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি এবং সেন্ট্রাল ড্রাগ স্টোর্সকে গোটা বিষয়টি রিপোর্ট আকারে জানাতে হবে। সেই তথ্য জানাতে হবে স্বাস্থ্যভবনকেও। সেই নির্দেশ মতো এদিন তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিল আর জি কর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ওষুধ নিষিদ্ধ করার কথা স্বাস্থ্যভবনে জানিয়েছেন আর জি কর হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ ডা. সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়।

ভাটপাড়া পুরসভায় বিক্ষোভ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বকেয়া পেনশনের দাবিতে সোমবার ভাটপাড়া পুরসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা। ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যাল পেনসনার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের ব্যানারে এদিন তারা বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন। এদিন তাঁরা গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ডিসেম্বর মাস থেকে তাদের অবসরকালীন ভাতা মিলছে না। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী পরেশ পাল বলেন, পুরসভায় সাড়ে পাঁচশো অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আছেন। ডিসেম্বর মাস থেকে পেনশন বন্ধ। চিকিৎসার খরচ যোগাতে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, দু'মাস ধরে অবসরকালীন ভাতা বন্ধ। অথচ কাউন্সিলররা প্রতি মাসে বেতন নিচ্ছেন। তাঁরা পুজোর বোনাসও নিচ্ছেন। পেনশনারদের বিক্ষোভ নিয়ে পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, ওনাদের দাবি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ফান্ডের সংকট চলছে। পুরসভার আয় বাড়িয়ে এই মাসের মধ্যেই বকেয়া পেনশন মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। যদিও বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে পেনশন না মিললে, ফের তাঁরা পুরসভায় ধর্ণায় বসবেন।

সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার সন্ধ্যায় বরানগর ডানলপে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন। এদিন তিনি বলেন, সনাতনীদের ওপর অনেকবার আঘাত হয়েছে। মোগল, পাঠান থেকে আঘাত শুরু হয়েছে। কিন্তু সনাতন শেষ হয়ে যায় নি। দিল্লি রেল স্টেশনে পদপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এটা না হলেই ভালো হতো। এখানে যেমন রেল কর্তৃপক্ষের সজাগ থাকা উচিত ছিল। তেমনি যাত্রী সাধারনের সচেতন হওয়ার দরকার ছিল। কারন, প্রয়াগরাজে কোটি কোটি মানুষ যাচ্ছেন। তাঁর কথায়, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এতে লুকানোর কিছু নেই।

বার্ড ফ্লু আতঙ্কে চিড়িয়াখানায় ব্রাত্য চিকেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বার্ড ফ্লু আতঙ্কে চিড়িয়াখানার আবাসিকদের পাতে ব্রাত্য মুরগির মাংস। রাজ্যের সব চিড়িয়াখানায় চিকেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের দুই রাজ্যে বার্ড ফ্লু হানা দিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানায় হু হু করে সংক্রমণ বাড়ছে। এ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত বার্ড ফ্লু নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু নেই বলে রাজ্য প্রাণিসম্পদ দপ্তর আশ্বস্ত করেছে। তবে রাজ্য জু অথরিটি কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

কেন্দ্রীয় জু অথরিটির নির্দেশিকা মেনে বার্ড ফ্লু নিয়ে রাজ্য জু কর্তৃপক্ষ এখন থেকে সচেতনতা অবলম্বন করেছে। চিড়িয়াখানার পশুপাখিদের খাবারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মুরগির মাংস। পরিবর্তে তাদের পাতে দেওয়া হচ্ছে শূকর, ভেড়া ও ছাগলের মাংস। রাজ্য জু অথরিটি সূত্রে খবর, অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা অর্থাৎ বার্ড ফ্লু নিয়ে কেন্দ্রীয় জু অথরিটি সচেতন করে চিঠি পাঠিয়েছে। সেইমতো এ রাজ্যে সব চিড়িয়াখানায় সচেতনতা অবলম্বন করা হয়েছে। চিড়িয়াখানায় যেহেতু নিজস্ব পোলট্রি ফার্ম নেই। বাজার থেকে মুরগি নিয়ে আসতে হয়। বাইরের রাজ্যে বার্ড ফ্লু ছড়ানোয় চিড়িয়াখানায় পশুপাখিদের পাতে এখন মুরগির মাংস দেওয়া হচ্ছে না। পরিবর্তে ছাগল, ভেড়া, শূকরের মাংস দেওয়া হচ্ছে।চিড়িয়াখানার আবাসিকদের প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা ডায়েট চার্ট রয়েছে।

নৈহাটিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লক্ষাধিক টাকা নিয়ে বেপাত্তা গোষ্ঠীর কোষাধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন:ষ্ঠ পরিবারের তেমন রোজগার নেই। পরিবারের অনটন ঘোচাতে ছোটখাটো ব্যবসা করে রোজগারের সিদ্ধান্ত নেন কয়েকজন মহিলা। এঁরা নৈহাটি পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বি আর এস কলোনীর বাসিন্দা। ১২ জন মহিলা মিলে 'শ্লক স্বনির্ভর' নামক একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। জানা গিয়েছে, নৈহাটির একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ওই স্বনির্ভর গোষ্ঠী আড়াই লক্ষ টাকা লোন পায়। সেই লোনের টাকা ১২ জন সদস্যা ভাগ করে নেন। অভিযোগ, সুদ-সহ কিস্তির নয় মাসের টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যান উক্ত গোষ্ঠীর কোষাধ্যক্ষ পলি দাস দত্ত। ফলে বেকায়দায় পড়েছেন উক্ত গোষ্ঠীর বাকি সদস্যারা। টাকা ফিরে পেতে গোষ্ঠীর সদস্যারা নৈহাটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ পলাতক পলি দাস দত্তের খোঁজ চালাচ্ছে।স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সভানেত্রী গঙ্গা দাস জানান, তাঁরা ১২ জন মিলে একটা গোষ্ঠী তৈরি করেন। ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত লোনের আড়াই লক্ষ টাকা সকলে ভাগ করে নিয়েছিলেন। গঙ্গা দেবীর অভিযোগ, প্রতি মাসে সুদ-সহ কিস্তির টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কোষাধ্যক্ষ পলি দাস দত্তকে দিতেন। দশ মাস বাদে লোন শোধ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু পলি দাস দত্ত সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেননি। গঙ্গা দেবী আরও জানান, গোষ্ঠীর কোষাধ্যক্ষ জানিয়েছিলেন তাঁর পরিবারে সমস্যা চলছে। শ্বশুরবাড়ি বিক্রি করে সেই টাকা তিনি ব্যাঙ্কে জমা দেবেন। তাঁর অভিযোগ, চুপিসারে বাড়ি বিক্রি করে স্বামী ও ছেলেদের নিয়ে গত ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে চম্পট দিয়েছেন প্রতারক পলি দাস দত্ত। গোষ্ঠীর সদস্যা প্রতিবন্ধী মহিলা মানু জানান, তিনি নৈহাটি স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পুতুল বিক্রি করেন।

মিথ্যাশ্রী পুরস্কার নেওয়ার লড়াই চলছে তৃণমূলে: প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অল ইন্ডিয়া মিথ্যাশ্রী পুরস্কার কে নেবেন, তা নিয়ে এখন তৃণমূলে লড়াই চলছে। সোমবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বাসভবনে বোমাবাজির ঘটনায় অভিযুক্ত আরিফ আখতার ও রাহুল পাসিকে দশ বছর কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাবাসের আদেশ দিয়েছে কলকাতা নগর দায়রা আদালত। বিজেপির তরফে দাবি হয়েছে, বোমাবাজির ঘটনায় অভিযুক্ত ওই দু'জন তৃণমূল আশ্রিত। যদিও তা মানতে নারাজ জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। তাঁর দাবি, বোমাবাজির ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। যাদের সাজা হয়েছে, তাঁরা কেউ তৃণমূল কর্মী নয়। জগদ্দলের বিধায়কের এই দাবি খণ্ডন করেছেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে। স্থানীয় কাউন্সিলরের পুত্র নমিত সিংয়ের

সঙ্গে থাকা অভিযুক্ত দু'জনের ছবি এদিন তিনি সংবাদ মাধ্যমের কাছে তুলে ধরেন।

প্রিয়াঙ্গুর জোরালো দাবি, আরিফ আখতার ও রাহুল পাসি জগদ্দলের বিধায়ক ঘনিষ্ঠ। এমনকি স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে নমিত সিংয়ের সঙ্গে এঁরা ঘুরে বেড়াত। জগদ্দলের বিধায়ক আরও দাবি করেছেন, বন্ধ থাকা আলেকজান্ডার জুটমিলের লোহা-লক্কর এবং যন্ত্রাংশ বিক্রির ভাগবাটোয়া নিয়ে গুড্ডু সিংয়ের সঙ্গে ওদের ঝামেলা হয়েছিল। তার জেরেই ওই বোমাবাজির ঘটনা। সেই ঘটনায় তৃণমূলের কোনও যোগ ছিল না। বিধায়কের পাল্টা জবাবে প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে বলেন, ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে আলেকজান্ডার মিলের স্ক্র্যাপের টেন্ডার হয়েছিল। আর মাল বের করা হয়েছিল ২০২৩ সালে। অথচ ২০২১ সালে তৎকালীন সাংসদের বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছিল। এতেই প্রমাণিত জগদ্দলের বিধায়কের কথার মধ্যে কোনও মিল নেই। প্রিয়াঙ্গুর কটাক্ষ, জগদ্দলের বিধায়কের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওনার চিকিৎসা করানোর দরকার আছে।

ব্যাঙ্ক দুর্নীতি মামলায় এফআইআর নিয়ে আদালতের কাছে ভর্ৎসিত সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাঙ্ক দুর্নীতি মামলায় এফআইআর নিয়ে এবার আদালতের ভর্ৎসনার মুখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের তিন শাখায় কয়েক কোটির দুর্নীতিতে আগেই অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। কিন্তু সিবিআই এতদিনেও চজ্জট্ট করেনি কেন? সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতির এই প্রশ্নের জবাবে সিবিআই রাজ্যের অনুমোদনের কথা বলতেই তুমুল তিরস্কার করলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। সেইসঙ্গে ব্যাঙ্কের তিনটি শাখায় কোটি কোটি টাকা আর্থিক দুর্নীতির মামলায় দ্রুত সিবিআইকে এফআইআর করার নির্দেশ দিলেন তিনি।

সোমবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, দসিবিআই কি কাজ করবে না বলে এটা করছে? বাংলায় থেকে সিবিআইয়ের এমনটা হয়েছে! মনে রাখতে হবে, জনগণের টাকা তছরুপ হয়েছে।দ তাতে সিবিআইয়ের আইনজীবী রাজদীপ সওয়াল করে বলেন, 'আজ সিবিআই চজ্জট্ট করল, আর কাল ব্যাঙ্ক জানাল যে এটা দুর্নীতির মামলা নয়, তখন কী হবে? সেই জটিলতার জন্যেই সিবিআই আটকে রয়েছে। এমনিতেই সিবিআইয়ের মামলার চাপ বেশি, সেই তুলনায় লোক কম। তবে আদালত নির্দেশ দিলে আমাদের কোনও সমস্যা নেই।' তা শুনে বিচারপতি নির্দেশ দেন, এফআইআর করার আগে সিবিআই প্রাথমিক অনুসন্ধান করে ব্যাঙ্কগুলিকে পাঠাবে। তাদের কোনও আপত্তি থাকলে জানাবে। না হলে দ্রুত সিবিআই এফআইআর করবে। এদিন সিবিআইয়ের ডিআইজি দুটি মামলার স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেন আদালতে।

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের প্রশ্ন, ব্যাঙ্কের টাকা তছরুপের অভিযোগে জনপ্রতিনিধি যুক্ত। এই যুক্তিতে কেন সিবিআই রাজ্যের কাছে অনুমোদন চাইছে? তাঁর মন্তব্য, 'এক্ষেত্রেও যদি রাজ্যের অনুমতি চাওয়া হয়, সেটা ডাস্টবিনে গিয়ে পড়বে। কারণ ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে রাজ্যের অনুমোদন দরকার নেই। এই ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছি। সিবিআই নিজের বুদ্ধি খাটাক। কী কী নথি, তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তার উপরে বিশ্লেষণ করে এফআইআর করবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নিক।'

সম্পাদকীয়

রাজ্য সরকারের পড়াশোনা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা দেখা যায় না

পশ্চিমবঙ্গের শাসকদের কাছে শিক্ষার মূল প্রশ্নটি গৌণ, বস্তুত তুচ্ছ। ছাত্রছাত্রীরা যথাযথ ভাবে লেখাপড়া করতে পারছে কি না, তা নিয়ে তাঁদের কিছুমাত্র মাথাব্যথার লক্ষণ দেখা যায় না। শিক্ষার প্রতি এই ঔদাসীন্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ মিলেছিল অতিমারির দিনগুলিতে, যখন গৃহবন্দি শিশু-কিশোরদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সাহায্য করার কোনও কার্যকর উদ্যোগ তাঁরা করেননি, উপরন্তু স্কুলশিক্ষকরা নিজস্ব উদ্যোগে তেমন কোনও সাহায্য করতে চাইলে শাসক শিবিরের স্থানীয় মাতব্বররা সেই চেষ্টায় বাধা দিয়েছিলেন, এমন অভিযোগও বিস্তর শোনা গিয়েছে। কেবল অতিমারির সময়ে নয়, সাধারণ ভাবেই এ রাজ্যের সরকারি কর্মকাণ্ডে শিক্ষার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ নেই, নেই বলেই প্রতি বছর সম্পূর্ণ অকারণে স্কুল ছুটি করে দেওয়া হয়, তুঘলকি চালে শিক্ষকদের পছন্দসই স্কুলে বদলি নেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে গ্রামাঞ্চলে দূরবর্তী তথা প্রান্তিক এলাকার স্কুলগুলিকে শিক্ষকশূন্য করে দেওয়া হয়, এবং শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে প্রশ্ন তুললে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা উর্ধ্বনেত্র হয়ে 'লোকে বলে করি আমি' জপ করেন। এ-হেন সরকারের অর্থমন্ত্রী বাজেট-ভাষণে মার্কশিট 'আপলোড' করা এবং 'ট্যাবলেট' বিতরণের মহিমা কীর্তনেই সীমিত থাকবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী? না, স্কুলশিক্ষা বিষয়ক আলোচনার শেষ অনুচ্ছেদে তিনি সাফল্যের শংসাপত্রও দাখিল করে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের একটি রিপোর্টে বনিয়াদি সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞানের মাপকাঠিতে পশ্চিমবঙ্গ দেশের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম হয়েছে! এই ধরনের সমীক্ষা কতটা নির্ভরযোগ্য, সেই প্রশ্ন বহুচর্চিত, বিশেষত তার তথ্য-পরিসংখ্যানের বড় অংশ যখন রাজ্য সরকারই সরবরাহ করে থাকে! পাশাপাশি, এএসইআর রিপোর্টের মতো সুপরিচিত সমীক্ষায় যখন ক্রমাগত জানা যাচ্ছে যে, ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশ প্রাথমিক শিক্ষার বনিয়াদি সামর্থ্যটুকুও অর্জন করছে না। এই বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়ে রাজ্য ছেঁদো কথার চর্বিত চর্বণ ছেড়ে শিক্ষার হাল ফেরাতে সর্বাত্মক উদ্যোগ শুরু করবে?

শব্দবাণ-১৯৫

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. পাকাবাড়ি ৫. ইংরেজি ওজনবিশেষ ৬. (আল.) অতিশয় ধনবান ব্যক্তি ৭. কাষ্ঠ ৮. ভাঁজ ১০. পানিফল।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. হুক্কা ২. সেশন কোর্টের বিচারক ৩. নতুন ৪. মানসম্ভ্রমযুক্ত চালচলন ৯. পক্ষপাত ১১. কেরোসিন ডিবে।

সমাধান: শব্দবাণ-১৯৪

পাশাপাশি: ১. কারিকা ৩. অসম ৫. নগজ ৬. রেহান ৭. চলতি ৯. বকশি ১১. মারুতি ১২. লহর।

উপর-নীচ: ১. কাতান ২. কাগজ ৩. অপরা ৪. মস্তান ৭. চন্দ্রিমা ৮. তিব্বতি ৯. বল্কল ১০. শকার।

জন্মদিন

আজকের দিন

জি সঞ্জীব রেড্ডি

১৮৯৪ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী রফি আহমেদ কিদওয়াইয়ের জন্মদিন।*
১৯৩০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জি সঞ্জীব রেড্ডির জন্মদিন।*
২০০২ *বিশিষ্ট শুটার মানু ভাকেরের জন্মদিন।*

চলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা

সুস্থ সহযোগিতায় সামিল হোন সকলে

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

চলছে মাধ্যমিক। ছাত্রাবস্থা আবেগে পরিপূর্ণ। রাত জাগা, পড়া, সারা বছর পড়া,পড়া পড়া আর পড়া। মাধ্যমিক বলে কথা। অনেক সাবজেক্ট। সামলানো বেশ কষ্টকর। অংক ইংরেজির ভয় অনেকের। কি করা যাবে। সবার ব্রেন তো আর সমান নয়। কারো মেধা ভালো। অল্প পড়লেই চলে। কারো কম। অনেক অনেক পড়তে হয়। অনেক অনেক অভ্যাস করা। রোজ করা। আর ঠিক তারই চরম পরখের ঘর হলো মাধ্যমিক। ভুল বললাম। পরম পরখের ঘর হলো মাধ্যমিক। ভয় সবার আছে। যে যেমন, তার তেমন। কারো পাশের চিন্তা তো কারো ভালো রেজাল্টের চিন্তা। একটু আধটু ভয় সবার। কারো আছে খুব ভাল কিছুর চিন্তা। মানে ফাটাফাটি কিছু করে দেখানো আরকি। তবে এখানে কোনো মুখ চেনাচেনি ব্যাপার নেই। যাকে কম ভাবা যাবে দেখা গেলো সেই হয়তো মাধ্যমিকে আউটস্ট্যান্ডিং কিছু করে দেখলো। অথচ তুমি বা তোমার স্কুল তাকে ভালো কোনো ফলের আশা- ই করোনি। এটাই হয়! আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশ ফেল' গল্পের কথা প্রায় সকলেই জানি। সেখানে দেখা গেছে যে পাশ করা ছেলেটি জীবনে তেমন সাফল্য পায় না। আর পিছিয়ে পড়া ছেলেটি মানে যে ফেল করেছিল সেই - ই কিভাবে জীবনের সাফল্য পেয়েছিল। এটাই হয়! অবশ্য সব সময় সেটা হয় না। কারণ এটা দেখা গেছে ভালোর জয় সর্বত্র। কিন্তু রহস্য তো অন্য জায়গায়। এই পরীক্ষায় কার যে ভালো হবে আর কার যে আশানুরূপ হবে না তো বোঝা বেশ মুস্কিল। দেখা গেলো যে যেমনটা আশা করেছিল তার রেজাল্ট তেমনটা হলো না। আবার অনেকের আশার অনেক বেশি কিছু হল। তবে বোঝা যায় অনেকটাই। মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করা ছেলেমেয়ের রেজাল্টের মান আগে থেকেই ভালো থাকে। সামান্য হেরফের হয় যা। তবে যাদের একেবারেই বোঝা যায়নি তাদেরকে বলে ছোপারুস্তম। এরা কিন্তু সাংঘাতিক হয়। সব ক্ষেত্রে এরা চালক ও সেই সূত্রে এরা জীবনেও চরম সাফল্য পায়।

বেশ কয়েকটি পরীক্ষা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সমাজে এত সমস্যা যে এই মাধ্যমিক নিয়ে তেমন কোনো তোড়জোড় দেখা যাচ্ছে না। মানে খবর তেমন কই। এখন টেলিভিশন খুললেও খুন, ধর্ষণ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, প্রোমটার রাজ, রাজনীতি, পুলিশ, শিক্ষার অরাজকতা, দুর্নীতি বর্তমানে আবার বাড়ি হেলে পড়া মতো ঘটনা তো হামেশাই লেগে আছে। সেখানে থোরাই কেয়ার মাধ্যমিক এর কোনো খবর করা। একটা সময় কিন্তু তেমন ছিল না। প্রতিদিন শোনা যেত আজ প্রথম পত্রের পরীক্ষা, আজ দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা -- দিয়ে মাধ্যমিকে

বড় খবর। তারপর তার বিবরণ। মানে কেমন প্রশ্ন এলো, তো সবাই লিখতে পারল কিনা, পরীক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। না, আজ আর তেমন হয় না। আজ সে কথা ভাবাও যায় না। এক্ষেত্রে অনেকেই বলবেন তখন তেমন অন্য খবর ছিল না যেটা এখন আছে। মানলাম সে কথা। কিন্তু এতো লাখের ভবিষ্যতের কথা নিয়ে খবরের কোনো মাথাব্যথা থাকবে না কেনো বলতে পারেন? কেনো এতো উৎসাহ কম বুঝি না। হয়তো কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই ভাবনার অবসান হয়েছে। আর আমরা সেটা জেনে বুঝেই করেছি। বর্তমানে আমরা অনেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষাকে তেমন গুরুত্ব দিই না। কিন্তু আমাদের তেমন ভাবলেও ওরা কেমন ভাবে --- চলুন সেই ভাব ঘরে একটু শিং ভেঙ্গে না হয় ছাত্রাবস্থায় মনের ঘরে ঘুরে আসি।

মাধ্যমিক পরীক্ষা। একজন ছাত্রছাত্রীর সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। ভয় তো থাকবেই। আমি দেখিয়ে দেবো এমন ভাব অনেকেরই। আবার উৎরে যাবো এমন ভাবও আছে। মানে যাদের এই ভাব বুঝতে হবে তাদের তেমন বোধ আসে নি। আসলে যাদের সেটা আসে নি তারা সঠিক সেন্স সম্মন্ধে তেমন অবগত নয়। অজ্ঞাতেই চলছে কর্মকাণ্ড। তাদের কথা না হয় এখানে তেমন নাই বা বেশি আলোকপাত করলাম। তবে যারা সিরিয়াস বা বেশি সিরিয়াস তাদের মধ্যে লাগে জোর কম্পিটিশন। পাশ করার ছেলেপিলি আবার অন্য রকম ভাবে। তাদের মনোভাব কোনমতে উৎরে গেলেই হলো। আসলে এরা ফাঁকিবাজ। এদের অনেকেই আছে স্টেজে দেখে নেবো ভাব। মানে সে নাকি ফাটিয়ে দেবে। খাতায় বিরাট শচিন। কি বেমালুম ভুলে গেলো টেস্টে সেই- ই মেরেকেটে বা গার্জেন কল করে এই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। আবার বলছে খাতায় শচিন ছোটাবে! ভাবা যায়!

হ্যাঁ ভাবা যায়। ভাবা যায় যে কিনা প্রচুর পরিশ্রম করেছে তার জন্যে। বুঝতে না পারলে হাজার বার চেষ্টা করেছে। নিজেকে দিনের পর দিন উন্নত করেছে। নিজেকে নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। পড়েছে, পড়েছে, আর পড়েছে। লিখেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় কেমন হবে ভেবে সময় ধরে লিখেছে। নানা রকম ভাবে অনুশীলন করেছে। বাড়িতেই পরীক্ষা দিয়েছে কোচিংএ পরীক্ষা দেওয়ার আগে। শর্ট কোশ্চেন কেমন করে করবে তার টিপস জেনেছে। জেনেছে কিভাবে একটু বড় প্রশ্নের উত্তর করতে হয়। কিভাবে মার্কস তুলতে হয়। কিভাবে পয়েন্টিং করতে হয়। কিভাবে অংক ইংলিশ কে সামলাতে হয়। কিভাবে ভূগোল মার্কস বাড়াতে হয়, সাহিত্যে নম্বর বাড়াতে গেলে কি করতে হয় কিভাবে করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে তার রেজাল্ট হবে না কেনো। ভুল বললাম। তবে তার সেই রেজাল্ট আশানুরূপ হবে না কেনো। আসলে এটাই ম্যাজিক। না, কোনো ম্যাজিক নয়, ম্যাজিক আসলে নিজের প্রতি অটুট বিশ্বাস। আর যার সেটা সৎ বিশ্বাসে যথেষ্ট আছে তাকে রোখে কে। সাফল্যের কোনো শর্ট কাট নেই। তোমার পরিশ্রম তোমাকে সাফল্য এনে দেবে। দেবেই। তাই তুমি পারবে, পারবেই।

ওরা পারুক। ওদের পারার কামনায় আমরা বড়রা। ওরা যেটা পারে আমরা সেটা পারি না। আমরা ওদের পথ দেখাতে পারি। বলতে পারি কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। হ্যাঁ, বারবার বলতে পারি। ওরা ভুল করে। বারবার করে। করতে করতে শেখে। আর সেই ভুল থেকে শিক্ষাটাই হলো আসল। আমরা দেখতে পারি ওরা যেন কোনো বিপথে না যায়,বিপদে না পরে। কারণ ওদের বয়স খুব সাংঘাতিক। বিরাট ঝুঁকির বয়স। তাই এতো ভুল হয়। ভুল বললাম। কত ভুল হয়। তারপর যা হয় সেটাই আসল। কিছু পরিবেশ আমাদের থাকে। কিছু পরিবেশ থাকে বংশগত। দ্বিতীয়টি ঠিক করা না গেলেও প্রথমটি ঠিক করা যায়। আর যায় সাহস যোগানো। যেমন ধরুন কতগুলি পরীক্ষা হয়ে গেল। যার একটু খারাপ হয়েছে তাকে কিভাবে আমরা সান্ত্বনা যোগাব। বলতে কি পেরেছি পরেরটা খুব ভালো হবে! হয়তো পেরেছি। ভুল বললাম। কেউ পেরেছি, কেউ পারিনি। আরো এগিয়ে কি আমরা বলতে পেরেছি আমারও এমনটা হয়েছিল! বললেই তো অনেকটা হতো। কই কেউ পেরেছি কেউ পারিনি। মানে অচলায়তন অবস্থায় আমরা। সবাই বুঝলেই তো ভালো হতো তাই না? আমরা বলতেই পারি শরীরটাকে ঠিক রাখতে। আমাদের তো দেখা উচিত যাতে এই সময় কোনো পড়ার ডিস্টার্ব না হয়। মানে গৃহের পরিবেশটাকে ঠিক রাখতে। এই সময়ে ওদের উপর কোনো প্রেশার দেওয়া থেকে একেবারে বিরত থাকতে হবে। কোনো প্রকার আতঙ্কে ওদের রাখলে চলবে না। ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে কিনা তার খোঁজ রাখতে হবে। আমরা দেখেছি বাইরে পরিবহন থেকে শুরু করে পুলিশের বিরাট সহযোগিতা। হ্যাঁ এই পরীক্ষা ঘিরে কি মারাত্বক আকারে হয়ে থাকে ব্যবস্থা হয়। এটা দরকার। সৌজন্যে সরকার। আমরা ক্যাম্প পিকেট গার্ড দিতে দেখেছি পুলিশকে। কারণ এ যে মাধ্যমিক। আমাদের আবেগের বেড়ে ওঠা, আমাদের জীবনের বেড়ে ওঠা, আমাদের মানসিক সম্মানের প্রথম ধাপ। আমাদের সম্মানের নিজেকে প্রমাণের আরেকটা ধাপ। জীবনের জন্যে শিক্ষার একটা মূল্যবান ধাপ হলো এই মাধ্যমিক। তাই আসুন না সবাই মিলে এই মহা শিক্ষা উৎসবে সামিল হই অত্যন্ত আন্তরিকতায়। কি,পারব না?

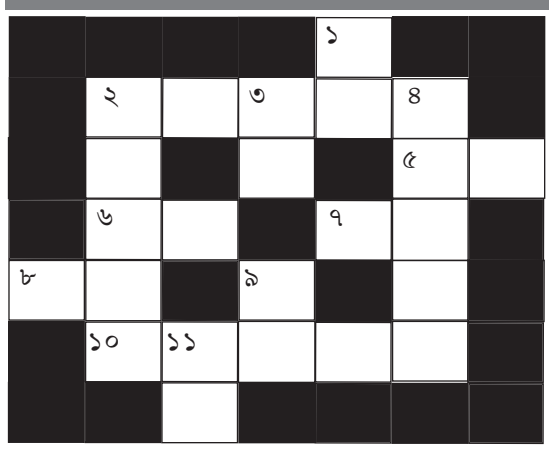

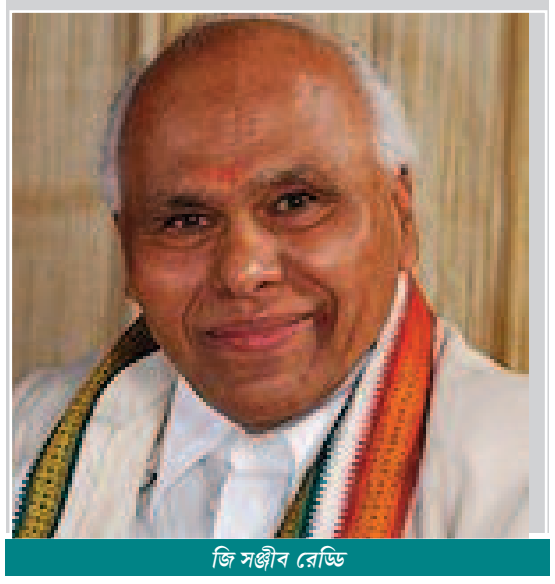

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

জীবনানন্দ দাশকে মিথ্যা অপবাদে আজীবন ভুগতে হয়েছে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

কবি যে শুধু তাঁর জীবনচরিতেই নয়, স্বকীয় কবিতাতেও বিরলপ্রায়, তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতাতেই প্রকাশ করেছেন । সেখানে কবির নিন্দিত হয়েও নন্দিত, আবার নন্দিত হয়েও বিতর্কিত হওয়ার বহুমাত্রিক পরিচিতি উঠে আসতে পারে । শুধু তাই নয়, বিপুল জনপ্রিয়তা সেক্ষেত্রে যেমন বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানায়, আবার অজনপ্রিয়তাও কবিখ্যাতিকে প্রান্তিক করে তোলে না, বরং জনবিমুখতায় সমীহ আদায় করার অবকাশ মেলে । সেদিক থেকে বিশ শতকের আধুনিক কবিকুলে সবচেয়ে নিন্দিত হয়ে নন্দিত ও বিতর্কিত কবি জীবনানন্দ দাশ (১৭/০২/১৮৯৯-২২/১০/১৯৫৪) । রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁর অবিসংবাদিত পরিচিতি নানাভাবেই প্রকাশমুখর । সেখানে বিতর্ককে সঙ্গে নিয়েই তাঁর কবিজীবনের পথচলা । সেদিক থেকে তাঁর কবিতার প্রতি বিরূপতা শুধু তাঁর কবিসত্তায় বিমুখতা নেমে আসেনি, কবি-পরিচিতিকেও ব্রাত্য করে তুলেছিল । অথচ কাজি নজরুল ইসলামের(১৮৯৯-১৯৭৬) প্রায় সমবয়সী জীবনানন্দ দাশের ভাগ্যে বিদ্রোহী কবির মতো জনপ্রিয়তার ছিটেফোঁটা জোটেনি । সেখানে সজনীকান্ত দাশের লেখনীর আঁচড়ে তাঁকে কাব্যজীবনে সূচনাপর্বেই শুধু মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়নি, দুর্বিষহ জীবনের শিকার হতে হয়েছে। জীবনানন্দের প্রথম কাব্য 'ঝরাপালক'প্রকাশিত হয় ১৯২৭-এ(১৩৩৪-এর ১০ আশ্বিন) । প্রথম কাব্যেই পালকের মতো কবির পদবি 'দাশগুপ্ত'র 'গুপ্ত' লুপ্ত হলেও তা একেবারেই বিলুপ্ত হয়নি। পরে দুএকটি কবিতায় তা প্রকাশ্যে এসেছিল । অন্যদিকে পরের বছরেই সজনীকান্ত তাঁর 'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে অশালীন ভাষায় জীবনানন্দের একের পর এক কবিতার উল্লেখ করে অসংখ্য কবিতার বিরূপ সমালোচনায় মেতে ওঠেন । সেখানেই শেষ নয় । সেই বছরেই ১৯২২ থেকে করে আসা সিটি কলেজের অধ্যাপনার চাকরিটিও চলে যায় । সেখানে সজনীকান্ত দাসের বিরূপ সমালোচনার সূত্রে কবির চাকরি থেকে বরখাস্তের কারণ হিসাবে তাঁর কবিতায় অশ্লীলতার অভিযোগটি এঁটে বসে । অথচ জীবনানন্দ দাশের চাকরি চলে যাওয়ার মূলে ছিল সিটি কলেজের ছাত্রসংখ্যার কমে যাওয়াজনিত আর্থিক সংকট । রামমোহন রায় হোস্টেলে সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে কলেজে গোলমালের সূত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় ছাত্রসংখ্যা কমে যায় । সেই প্রেক্ষিতে কলেজের কনিষ্ঠ অধ্যাপক হিসাবে জীবনানন্দের চাকরিতে কোপ পড়ে । অন্যদিকে জীবনানন্দের যে-কবিতাটি সজনীকান্তের সমালোচনায় অশ্লীলতার অভিযোগটি প্রচার লাভ করে সেই 'ক্যাম্পে' কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আরও বছর তিনেক পরে (শ্রাবণ ১৩৩৮) । কবিতা প্রকাশ নিয়ে 'পরিচয়' গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যেই বিতর্ক দেখা দেয় । জীবনানন্দের কাছে থেকে বিষ্ণু দে' পত্রিকাটিতে প্রকাশের জন্য চেয়ে নিয়েছিলেন । সেই 'ক্যাম্পে'র বিরুদ্ধে সজনীকান্তের শনির দৃষ্টি পড়ে । ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরে 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর সেই কলঙ্কিত সমালোচনা প্রকাশিত হয় । সেখানে তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করে সজনীকান্ত যেভাবে কবিকে অশ্লীলতায় দায়ে অভিযুক্ত করেছেন, তা শুধু তাঁর কবিতাঁকেই বিমুখতার সামনে ঠেলে দেয়নি,

কবি-পরিচিতিকেও ব্রাত্য করে তুলেছে । আবার যখন কবি-প্রসিদ্ধিতে জীবনানন্দের মূল্যায়নের পরিসর ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করেছে, তখনও তাঁর কবি-পরিচয় ছকবন্দি হয়ে পড়েছে । সেখানেও তাঁর কবিসত্তায় বিভ্রান্ত প্রকৃতি অত্যন্ত সজীব । এজন্য তাঁকে ছকবন্দি মূল্যায়নে আবদ্ধ করার প্রয়াসের মধ্যেও তাঁর পরিচয় অবমূল্যায়নের শিকার হয়ে উঠেছে । শুধু তাই নয়, জীবনান্দের জনপ্রিয়তাও তাঁর কবিসত্তাকে বিতর্কের আধারে সীমাবদ্ধ করে তুলেছে ।

আসলে সমালোচনায় ছকবন্দি প্রকৃতি অত্যন্ত সজীব এবং সবুজ । সেখানে ছকে ফেলে মূল্যায়নের প্রবণতা আপনাতেই প্রকাশমুখর । জীবনানন্দের কবি-পরিচিতিও সেই আবর্তে ছকবন্দি হয়ে পড়ে । তাঁর ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য থেকে দীপ্তি ত্রিপাঠী প্রমুখের মূল্যায়নে সেই ধারা লক্ষণীয় । সেই জীবনানন্দের কবি-পরিচিতিতে 'প্রকৃতির কবি', 'নির্জনতার কবি' থেকে রূপসী বাংলার কবি প্রভৃতি অভিধা আন্তরিক হয়ে উঠেছে । শুধু তাই নয়, সে-সব মূল্যায়ন কবির বহুমুখী বিস্তারকেই বিশেষত করার প্রয়াসেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাঁর কবিমানসকেও একমুখী করে তুলেছে। দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর বহুচর্চিত 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়'(প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮)-এ কবি জীবনানন্দ দাশের আলোচনার সূচনাবাক্যেই জানানো হয়েছে, 'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি জীবনানন্দ ।' তাঁর 'বিভ্রান্ত' মনের পরিচয়ে কবিমানসের অস্তিত্ব-সংকটের কথা উঠে এসেছে । জীবনানন্দের সমসাময়িক কবিগণ নানাভাবে যেখানে কবিপ্রত্যয়কে খুঁজে পেয়েছিলেন, সেখানে তাঁর কবিসত্তায় কোনোরূপ প্রত্যয়হীন নীলকণ্ঠ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সমালোচক । সেদিক থেকে যুগের অস্থিরতায় বিমূঢ়তার অবকাশ থাকলেও কবিমানসের বিভ্রান্তির পরিচয় নিয়ে বিতর্ক বর্তমান । নানাভাবে তাঁর কবিতায় কবিকে অভিহিত করার প্রবণতা বিষয়ে কবিও আত্মসচেতন ছিলেন এবং এবিষয়ে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যও তিনি 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র (১৯৫৪) কবিকথায় প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে জানিয়েছেন, 'প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য— কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে ; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসাবে নয় ।' সেক্ষেত্রে পাঠক-সমালোচকের উপলব্ধি ও মীমাংসার তারতম্যকে স্বীকার করে নিয়েও তার সীমারেখা বিষয়েও কবির চেতাবনি উঠে এসেছে, 'একটা সীমারেখা আছে এ-তারতম্যের ; সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হ'তে হয় ।' সেদিক থেকে সমালোচকদের ছকবন্দি জীবনানন্দ দাশই তাঁর পরিচয়ের অন্তরায় সৃষ্টি করেছে যা কবিকথার মধ্যেই প্রতীয়মান । তাঁকে 'বিভ্রান্ত কবি' বলে যেভাবে তাঁর সংবেদী কবিচিত্তকে দিশাহীনতায় অচল করে তোলা হয়েছে, স্বাভাবিক ভাবেই কবির জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতি তাতে সবুজ হয়ে উঠেছে । সেখানে কবি হিসাবে জীবনানন্দের অসাধারণ দৃঢ়তা, আত্মিক সত্তায় আজীবন অবিচল থাকার বিষয়গুলিই উপেক্ষার অন্তরালে থেকে গেছে । আপাত নীরবে থাকা স্বভাবলাজুক মাটিতে আনত দৃষ্টির আত্মমগ্ন কবির নৈঃশব্দতায় তাঁর প্রতি নেতিবাচক চেতনার বিস্তারের পথগুলি তাতে সুগম হয়ে ওঠে । অথচ প্রভাব ('ইম্প্রেশ') বিস্তারের পথে না হেঁটে তাঁর প্রকাশের ('এক্সপ্রেস') সততায় আজীবন আত্মনিষ্ঠ থাকার বিষয়টি বিস্ময়কর সমীহ আদায় করে চলে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বহু নিন্দিত 'ক্যাম্পে' কবিতাটিকে কবি কাব্যধারা থেকে বাতিল করেননি, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'(১৯৩৬)তে সামিল করেছেন । শুধু তাই নয়, সেখানে অশ্লীলতার অভিযোগটিকেও আমল দেননি কবি । কবিতায় ঘাইহরিণী দিয়ে হরিণ ধরার ফাঁদ প্রসঙ্গে কবির সেই হরিণীকে 'হৃদয়ের বোন'-এর পরিচয়কে নিয়ে সজনীকান্তের অশ্লীল ব্যঙ্গবিদ্রুপে অতিষ্ঠ কবি লেখনীধারণও করেছিলেন । সেই প্রতিক্রিয়া তাঁর জীবদ্দশায় স্বভাবসুলভভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় সেবিষয়ে কবির বক্তব্য প্রচার লাভ করেনি । পরবর্তীতে 'শতভিষা'(১৩৮১) পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রতিক্রিয়াটিতে জীবনানন্দের সুদৃঢ় কবিমনের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে । সেখানে 'হৃদয়ের বোন'-এর ধারণার জন্য তিনি শেলীর 'Soul's sisters'-এর কাছে ঋণস্বীকার করেছেন । শুধু তাই নয়, কবি ব্রাউনিং-এর 'ঋশ্চ্ঠত্রাদ্ধত্র'ত কবিতায় ঘোটকীকে দিনের শিশু, রাতের স্ত্রী মনে করার মধ্যে বাংলার বিশুদ্ধচারীদের অব্যক্ত ভাবনা নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ক্যাম্পে'র বিরূপ সমালোচনার তীব্রতা স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুকেই বিভ্রান্ত করেছিল । এজন্য জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে মূলত তাঁর দৌলতে সিটি কলেজে জীবনানন্দের চাকরি যাওয়ার জন্য 'ক্যাম্পে'র অশ্লীলতার অভিযোগটি প্রচার লাভ করে যা সর্বৈব মিথ্যা ।

অন্যদিকে জীবনানন্দের কবিপ্রসিদ্ধি আন্তরিক হয়ে ওঠে 'বনলতা সেন'(১৯৪২) কাব্য থেকে । বিশেষ করে কবির 'বনলতা সেন' কবিতাটির জনপ্রিয়তা উল্লেখনীয় । এটি আবার তাঁর পরের কাব্য 'মহাপৃথিবী'র(১৯৪৪) সূচনা কবিতা । এরপর জীবনানন্দের জীবদ্দশায় একটিই কাব্য প্রকাশিত হয়, 'সাতটি তারার তিমির'(১৯৪৮) । সেই কবিপ্রসিদ্ধির ধারাতেই তাঁর কবি-পরিচিতিতে জনবিমুখ 'বিভ্রান্ত কবি'র প্রকৃতি স্বমহিমায় বিরাজমান । অথচ তাঁর ইতিহাসসচেতন কবিসত্তায় পার্থিব জীবন উপভোগের সচেতন প্রত্যাশা জেগে উঠেছে সেই রিক্ততা বোধের মধ্যেও। 'মহাপৃথিবী' কাব্যের বহু আলোচিত কবিতা 'আট বছর আগের একদিন'-এর শেষ উক্তি, 'আমরা দু-জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।' শুধু তাই নয়, জনগণের প্রতি যে জীবনানন্দের গভীর আস্থা ছিল, তাও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রবল ইতিহাসবোধেই । সেখানে 'মানুষের মৃত্যু হ'লে তবু মানব / থেকে যায়'। শুধু তাই নয়, মানুষের পাশে মানুষের কথাও তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে । তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্য 'বেলা অবেলা কালবেলা'(১৯৬১)-এর 'হে হৃদয়ে'-কবির শুদ্ধ উচ্চারণ সেকথা প্রত্যয়সিদ্ধ করে তোলে 'ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি / ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত / শত জলঝর্ণার ধ্বনি ।' সেক্ষেত্রে জীবনানন্দের 'বিভ্রান্ত কবি'-পরিচিতিই বিভ্রান্তির অবকাশ তৈরি করেছে । তা যেমন তাঁর বহুমুখী কবিসত্তাকে একমুখীন করে তোলে, তেমনই পাঠকমানসে কবিজীবনের বহুধাবিস্তৃত ধারায় উত্তরণচেতনায় অন্তরায় সৃষ্টি করে । সেখানে তাঁর বিপুল চেতনাও উৎকর্ষবোধে বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এজন্য জীবনানন্দের মৃত্যুর পর সবচেয়ে সাড়া জাগানো কাব্য 'রূপসী বাংলা'র(১৯৫৭) সমাদরের পক্ষে-বিপক্ষে দুটি মূল্যায়ন ধারা প্রকট হয়ে ওঠে । সেখানে অমলেন্দু বসু, প্রদ্যুম্ন মিত্র, আবদুল মান্নান সৈয়দ কাব্যের উৎকর্ষে মুগ্ধতা ব্যক্ত করলেও অরুণকুমার সরকার, আলোক সরকার ও অশোক মিত্র প্রমুখেরা তার বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়েছেন । কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁর নেতিবাচক কারণও উঠে এসেছে তাতে । অথচ সেগুলিও কবির অপত্য সৃষ্টি, অপার মহিমারই ফসল । আবার কাব্য প্রকাশের প্রস্তুতির কথাও কবির খাতার পাতায় উঠে এসেছে। অর্থাৎ জনপ্রিয়তাও জীবনানন্দের ছকবন্দি কবি-পরিচিতিকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে । অথচ তাঁর কবিচেতনায় কোনোরকম বিভ্রান্তির পরশ ছিল না । সেজন্য সজনীকান্ত দাস তাঁকে 'শনিবারের চিঠি'তে 'জীবানন্দ' বলে তাঁকে উড়িয়ে দিতে চাইলেও জীবনানন্দেই তিনি রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় জুড়ে বসেছেন । সেখানে যে তাঁর সত্যকাম মূর্তি প্রকাশমাধুর্যে প্রতিমায় আদিগন্ত সমীহ আদায় করেই চলেছে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

বাবার দ্বিতীয় বিয়ের প্রতিবাদ করায় ছেলেকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাবার দ্বিতীয় বিয়ের প্রতিবাদ করেছিল ছেলে। আর তার জেরে বাবা ও কাকা মিলে বাড়ির একমাত্র ছেলেকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর শোবার ঘরে সিলিংয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার মোজামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরশাহি এলাকায়। এই ঘটনায় মৃতের অভিযুক্ত বাবা সরফরাজ আলম এবং এক কাকা ডনি মোমিনের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। মৃত যুবকের এক মামা সামিম নবাব এই অভিযোগ পুলিশকে জানিয়েছেন। মৃতের নাম রাজ মোমিন (২০)। দুই বছর আগে মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা পরীক্ষা শেষ করেই নানান কাজের সঙ্গে

যুক্ত হয়েছিল ওই যুবক। সে তার বাবার ইলেকট্রিকের দোকান দেখভাল করত। কিন্তু ওই যুবকের বাবা সরফরাজ আলমের সঙ্গে তার স্ত্রীর সামিমা বিবির কয়েক বছর আগে সম্পর্কের বিচ্ছেদ হয়। এরপর সরফরাজ আলম অন্য এক জায়গায় পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিবাদ করেছিল ছেলে রাজ মোমিন। কিছুদিন আগেই দ্বিতীয় বিয়ে করে সরফরাজ আলম। সেই বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করাতেই ওই যুবককেই শ্বাসরোধ করে খুন করার পর ঘরে সিলিংয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

মৃতের মামা সামিম নাদাব এবং এক মাসি শাবানা বিবি জানিয়েছেন, তাদের বাড়ি সুজাপুরে। তার দিদিকে জামাইবাবু সারফারাজ আলম অনেকদিন আগেই মারধর দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে সুজাপুরে বাবার বাড়িতে থাকেন সামিমা বিবি। ভাগ্নে রাজ মোমিন ইলেকট্রিকের ব্যবসা দেখভালের জন্য বাবার সঙ্গে থাকত। মাঝেমধ্যে তার মায়ের সঙ্গে আসত সুজাপুরের বাড়িতে দেখা করতে। কিন্তু তার এক কাকা ডনি মোমিন এবং জামাইবাবু সরফরাজ আলম রাজ মোমিনের ওপর নানান অজুহাতে অত্যাচার চালাচ্ছিল। রবিবার রাতে ওদের বাড়িতেই ভাগ্নেকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর ঘরের সিলিং এর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পুরো বিষয়টি নিয়ে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বোরো চাষে পর্যাপ্ত জলের দাবিতে বিজেপি বিধায়কদের নেতৃত্বে অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ধান গাছের চারা রাস্তায় লাগিয়ে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ জলের দাবিতে বিক্ষোভ আরামবাগে। হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমায় পর্যাপ্ত পরিমাণ বোরো জলের দাবিতে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে অবস্থান বিক্ষোভ হয়। মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির দুই বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ এবং গোঘাটের বিধায়ক বিশ্বনাথ কারকের নেতৃত্বে কর্মীরা। এছাড়াও বিক্ষোভে ছিল বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব সহ সাধারণ চাষিরা। খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ সহ এলাকার চাষিদের দাবি, বোরো চাষ সহ আলু চাষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জল দেওয়া হচ্ছে না চাষীদের। বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ অবস্থান বিক্ষোভে এসে জানান, হাজার হাজার চাষিদের নিয়ে এসে এসডিও অফিসে তালা লাগিয়ে সেখানে বসে থাকবেন। বন্যার পর খানাকুলের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট এখনো সারানো হয়নি পাশাপাশি ধোপাঘাট যে ব্রিজ আছে সেটা এখনো মেরামত করা হয়নি, যে কারণে যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সড়ক যোজনা রাস্তাগুলো ভেঙে গেছে খানাকুলে, সেই রাস্তাগুলোকে কম মালপত্র দিয়ে সারানো হচ্ছে এমনকী রাস্তার টেন্ডার হয়ে গেছে অথচ রাস্তার কাজ হয়নি। খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ জানান, খানাকুল আরামবাগ পুরশুড়া গোঘাট সম্পূর্ণ বন্যা কবলিত এলাকা, এই এলাকায় যে চাষাবাদ হয়েছিল বর্ষার সময় সেটা বন্যায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চাষিরা এখন খেতে পর্যন্ত পাচ্ছে না, আমাদের এই খানাকুল, আরামবাগ, গোঘাট এবং পুরশুড়ার কিছু অংশ যে বোরো চাষ হয় সেই বোরো চাষ সম্পূর্ণরূপে নদীর জলের ওপর নির্ভরশীল। ডিভিসির ছাড়া জলের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই যে ডিভিসির নিয়ম একটা রয়েছে, যেটা রাজ্য আর কেন্দ্র সমন্বয়। বর্তমান সময়ে বোরো বাঁধগুলো দেওয়া হয়েছে নদীতে, এবছর বোরো বাঁধ দেড় মাস দেরিতে দেওয়া হয়েছে। টেন্ডার করতেই এক মাস দেরি হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে এবছর চাষিদের পেটে লাথি মারছে তৃণমূল সরকার। ডিভিসির খুব অল্প পরিমাণে জল আসে আমাদের এখানে, পর্যাপ্ত পরিমাণ জল আসছে না। তার জন্য আমরা বারবার এসডিওকে ফোন করছি, বলছে দেখছি। পাশাপাশি খানাকুলের রাজহাটি অঞ্চলের এক চাষি হেমন্ত জানা বলেন, পুকুর থেকে জল ছিঁড়ছে জমতে দিয়েছি, পুকুর মালিক জল দিচ্ছে না। আমার দু'বিঘা জমিতে বোরো চাষ করেছি জমিতে খাট ধরে গেছে। দাম দিয়ে স্যার কিনেছি চাষের জল না পেলে কি অবস্থা হবে আমাদের।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বৈঠকে বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশ্যে উপদেশ শান্তনু ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: নিজের বিধানসভা ক্ষেত্রে কনসেন্ট্রেট করুন, সংগঠন নিয়ে ভাবতে গিয়ে জেতার ব্যাপারে নেগেটিভিটি নিয়ে আসছে, বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশ্যে উপদেশ কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের। একই সঙ্গে ২০২৬ সালের বিধানসভায় মতুয়রা বিজেপির পাশে থাকবে বলে দাবি করেন। সোমবার বনগাঁ শহরের গান্ধিপল্লিতে বিজেপির জেলা পার্টি অফিসে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির বৈঠক ছিল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং জেলা বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল সহ বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও এদিনের এই বৈঠকে দেখা মেলেনি বিজেপির কোনো বিধায়কদেব। সাংবাদিক সম্মেলনে সাংগঠনিক বৈঠকে বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন সংগঠন সংগঠনের মতো চলবে। কেউ যদি ভাবে তার ব্যক্তিগত মতামত চাপিয়ে দেবে সেটা হবে না। সংগঠন চাইলে পরিবর্তন করবে। আমিও আগে চেয়েছিলাম সংগঠন যখন মনে করেছে তখন পরিবর্তন করেছে। জেলা সভাপতি ও শান্তনু ঠাকুরের বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে বিধায়কদের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংগঠন নিয়ে না ভেবে নিজেদের বিধানসভা ক্ষেত্রে কনসেনট্রেট করুক বিধায়করা। কারণ, তাদের জেতাতে হবে। এই সমস্ত করে নিজেদের জেতার ব্যাপারে নেগেটিভিটি নিয়ে আসছে। আমি সাজেশন দেব নিজেদের বিধানসভা ক্ষেত্রে কনসেনট্রেট করুক বিধায়করা। ২০২৬ সালে মতুয়রা কি করবে সে প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, মতুয়ারা বিজেপির সঙ্গে ছিল ২০২৬ এ ও থাকবে। কারণ সিএএ ইমপ্লিমেন্টেশন করেছে বিজেপি। তৃণমূল প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিছু করেনি।

রঞ্জিতে নজরকাড়া সাফল্য, সংবর্ধনা সুমিতকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রঞ্জিতে নজরকাড়া সাফল্য পেয়ে বাড়ি ফিরতেই সংবর্ধনা দেওয়া হল সুমিত মহন্তকে। জানা গিয়েছে, বাংলা দলের পেসার সুমিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের বাসিন্দা। দিন কয়েক আগে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে বাংলার হয়ে রঞ্জিতে অভিষেক হয় তাঁর। সেই ম্যাচে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে ৭ টি উইকেট পেয়েছে সুমিত। আর তারপর থেকেই ক্রিকেটপ্রেমীদের উৎসাহ ছিল প্রবল। অবশেষে বাড়ি ফিরে আসতেই বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুমিত মহন্ত জানান, 'খুবই ভালো লাগছে। পরিশ্রমের ফল পেয়েছি। আগামী দিনে আইপিএল এবং জাতীয় দলের হয়ে খেলার ইচ্ছে রয়েছে।'

বিজেপির জেলা সভাধিপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আবার বিজেপি নেতার অপকৃত্য প্রকাশ্যে এল। দলীয় কার্যালয়ের নাম করে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মার্বেল পাথর, টাইলস নিয়ে টাকা না দিয়ে সেই মাল নিজের বাড়িতে ব্যবহার করার অভিযোগ খোদ বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতির বিরুদ্ধে। ব্যবসায়ী টাকা না পেয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। অভিযোগ অস্বীকার অভিযুক্ত জেলা সভাপতি তাপস ঘোষের। অভিযোগ, বিজেপির জেলা কার্যালয় সংস্কারের নাম করে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার সামগ্রী নিয়ে সভাপতি ব্যক্তিগত ভাবে বাড়ির কাজে লাগিয়েছেন। এই দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছেন দলেরই অন্য বিজেপির নেতারা। বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ, টাউনহলে বিজেপির জেলা কার্যালয় সংস্কার করা হবে বলে বসিরহাটের মির্জাপুরে মার্বেল পাথরের ব্যবসায়ী সুমিত গোলদারের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রিক নেন। বহুদিন পর টাকা পেলেও বকেয়া ৭৭ হাজার টাকা পড়ে থাকে সেইটা দেওয়ার কথা ছিল চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্য। বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ী বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে লিখিতভাবে জানান। তিনি বলেন, আমি ন্যায্য সামগ্রী দিয়েছি, পরে জানলাম বিজেপির পার্টি অফিসের নাম করে তিনি জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে বাড়ির কাজে লাগিয়েছেন। আমার ন্যায্য টাকা উনি দিচ্ছেন না, আমার সঙ্গে প্রতারণা করছেন আমি বাধ্য হয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে পারতাম, কিন্তু পুরো বিষয়টা রাজ্য সভাপতিকে জানিয়েছি। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি তাপস ঘোষ বলেন, আমার যতটুকু জানা আছে আমি ব্যবসায়ী কাজ থেকে কয়েক লক্ষ টাকার মাল নিয়েছিলাম। টাকা দিয়ে দিয়েছি। বাকি রয়েছে অল্প কিছু টাকা। কিন্তু আমি যে মালগুলি ফেরত দিয়েছিলাম সেই হিসেব তিনি আমাকে দিতে পারেননি। এই হিসেব দিলে দোকানদার আমার কাছে কুড়ি থেকে বাইশ হাজার টাকা পাবে। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসির সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, সব বিরোধীরা সবসময় শাসকদলের দুর্নীতি খুঁজে বেড়ায়, কাটমানি নেওয়ার কথা বলেন। এবার খোদ বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের নাম করে বসিরহাটের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার পাথর নিয়ে নিজের বাড়ির কাজে লাগিয়েছেন। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র দীপঙ্কর সরকার বলেন, ব্যবসায়ী সভাপতিকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এই পথ বেছে নিয়েছে। আইন আইনের পথে হাঁটবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাইস্কুলে। রাষ্ট্রীয় শিশু ও কিশোর স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সোমবার সকাল ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ শুরু হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এদিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, মেডিক্যাল অফিসার ডক্টর মহম্মদ এহতেসাম উদ্দিন, স্বাস্থ্য কর্মী, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, স্বাস্থ্য বিষয়ক নোডাল শিক্ষক হরিনাথ পাল সহ অন্যান্য শিক্ষকরা। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে প্রায় ৯০ জন পড়ুয়ার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি এদিন কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় পড়ুয়াদের নিয়ে।

(This is an Advertisement for information purposes only and not for publication or distribution or release directly or indirectly outside India and is not an offer document announcement)

GTT DATA SOLUTIONS LIMITED

(Formerly known as Cinerad Communications Limited)

Our Company was originally incorporated as 'Cinerad Comunications Private Limited' as a private limited company under the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation dated September 17, 1986, issued by Registrar of Companies, Bombay. Subsequently, the name of our Company was changed to "Cinerad Communications Limited" vide certificate of change of name dated November 01, 1994. Subsequently the name of our company is changed from 'Cinerad Communications Limited' to 'GTT Data Solutions Limited' with effect from November 7, 2024. For details of change in the name or address of our Company, please see the chapter titled "General Information" on page 38 of the Letter of Offer.

Registered Office: 80 Burtolla Street, Barabazar, Kolkata, West Bengal, India, 700007 | **CIN:** L62099WB1986PLC218825
Contact Person: Ebrahim Saifuddin Nimuchwala, Company Secretary and Compliance Officer
Email: cinerad@gttsolutions.in | **Website:** https://gttdata.ai/ | **Telephone:** +91-77199 13351

PROMOTER OF OUR COMPANY: PANKAJ RAMESH SAMANI, KAUSHAL UTTAM SHAH, GANESH NATARAJAN, UMA GANESH NATARAJAN, MANOJ MANOHAR PANVELKAR, NITIN NEMINATH PATIL, BASANTA KUMAR SWAIN & UGPATWARDHAN SERVICES PRIVATE LIMITED

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF GTT DATA SOLUTIONS LIMITED
***(Formerly known as Cinerad Communications Limited)* (THE "COMPANY" OR "THE ISSUER") ONLY**

ISSUE OF UP TO 1,91,61,915 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF OUR COMPANY ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 26 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 16 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT OF UP TO ₹4,982.10 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON TUESDAY, JANUARY 14, 2025 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 2.6 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 222 OF THE LETTER OF OFFER.

****Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares.***

PAYMENT SCHEDULE

Amount payable per Rights Equity Share[(1)]	Face Value (₹)	Premium (₹)	Total (₹)
On Application	2.50	4.00	6.50[(2)]
On One or more subsequent Call(s) as determined by our Board / Rights Issue Committee at its sole discretion, from time to time	7.50	12.00	19.50[(3)]
Total (₹)	**10.00**	**16.00**	**26.00**

(1) For further details on Payment Schedule, see "Terms of the Issue" on page 222 of the Letter of Offer.
(2) Constitutes 25.00% of the Issue Price
(3) Constitutes 75.00% of the Issue Price

Capitalized terms used but not defined in this Announcement shall have the same meaning assigned to such terms in the letter of offer dated Friday, January 10, 2025 ***("Letter of Offer")***, unless otherwise defined.

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED

ISSUE CLOSING DATE (OLD)	ISSUE CLOSING DATE (NEW)
Tuesday, February 18, 2025	Tuesday, February 25, 2025

INDICATIVE TIMETABLE

Issue Closing Date	Finalization Of Basis Of Allotment (On Or About)	Date Of Allotment (On Or About)	Date Of Credit (On Or About)	Date Of Listing On Stock Exchanges (On Or About)
Tuesday, February 25, 2025	Tuesday, March 4, 2025	Wednesday, March 5, 2025	Tuesday, March 11, 2025	Monday, March 17, 2025

Therefore, all the reference of the issue closing date made in Letter ("LOF")/ Abridged Letter of Offer ("ALOF"), Application Form and issued Advertisement published on Friday, January 10, 2025, and Saturday, January 22, 2025, respectively, shall be Tuesday, February 25, 2025. All other terms and conditions mentioned in LOF/ALOF, Application Form and Issue Advertisement continue to be applicable

ASBA* | **Simple, Safe, Smart way of Application – Make use of it!!!**
***Applications supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to the issues by simply blocking the fund in the bank account. Investors can avail the same. For further details, see the chapter titled *"Terms of the Issue"* beginning on page 222 of the Letter of Offer.**

This is to inform to the shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Monday, January 27, 2025 and scheduled to close on Tuesday, February 4, 2025, was extended by the Company from Tuesday, February 4, 2025, to Friday, February 7, 2025, subsequently, the issue was extended by the Company from Friday, February 7, 2025, to Tuesday, February 18, 2025, now the Company has decided to extend the Issue Closing Day from Tuesday, February 18, 2025 to **Tuesday, February 25, 2025,** in order to provide opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with amount payable on Application) is Tuesday, February 25, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closing Date as Tuesday, February 25, 2025.

Facilities for application in the Issue: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circular, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, please see *"Procedure for Application through the ASBA Process"* on pages 224 the Letter of Offer.

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH INVESTOR ON THE RECORD DATE. FOR DETAILS, PLEASE REFER TO "ALLOTMENT ADVICES/ REFUND ORDERS/ UNBLOCKING OF ASBA ACCOUNTS" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE LETTER OF OFFER.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS ENTITLEMENTS WHICH ARE NEITHER RENOUNCED NOR SUBSCRIBED BY THE INVESTORS ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE SHALL LAPSE AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THE ISSUE CLOSING DATE.

There is no change in the Letter of Offer, Abridged Letter of Offer dated Friday, January 10, 2025, the Entitlement Letter and the Application Form except for modification in the Issue Closing Date and resultant change in indicative timetable of post issue activities on account of extension of the Issue Closing Date.

For GTT Data Solutions Limited
(Formerly known as Cinerad Communications Limited)
Sd/-
Ebrahim Saifuddin Nimuchwala
Company Secretary & Compliance Officer

Date: February 17, 2025
Place: Sangli

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 25 of the Letter of Offer. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়র সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন: +৯১ ০৩৩-২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৯১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, মেসার্স সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড (কোম্পানি) অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) ভিডিও কনফারেন্স ('**ভিসি**')/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস ('**ওএভিএম**') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে বুধবার ১২ মার্চ ২০২৫ তারিখ দপুর ১২.৩০টায় যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (দ্য অ্যাক্ট) প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলস অধীনে ইজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য এবং জেনারেল সার্কুলার ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলারস" হিসেবে উল্লিখিত) এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") তৎসহ পঠিত সেবি সার্কুলার তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর ২০২৩ ("সেবি সার্কুলার") কর্তৃক ইসু করা, সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী, কোম্পানি কোম্পানির ইজিএম--এর নোটিশ পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, ধারা ১০২ (১) এবং ধারা ১১০ এবং কোম্পানির (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালার ধারা ১১০ এবং বিধি ২২ অনুযায়ী ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি রয়েছে, যাদের ইলেক্ট্রনিক ঠিকানা ১৭ ফেব্রুয়ারি ২-এর মাধ্যমে সদস্যদের ই-মেইল করা হয়েছে। কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এর সাথে নিবন্ধিত। ইজিএম-এর নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা পূর্বোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির মাধ্যমে বিতরন করা হয়েছে। উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.simplexinfra.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে **www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com** এবং এনএসডিএল **www.evoting.nsdl.com**-এ পাওয়া যায়। নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এই নোটিশ প্রচারের তারিখ থেকে এজিএমের তারিখ অবধি বৈদ্যুতিন মোডে নিরীক্ষণ করার জন্য উপলব্ধ থাকবে। সদস্যদের অনুরোধ করা হয়েছে উক্ত নথির নিরীক্ষণ করার জন্য কোম্পানিকে **secretarial.legal@simplexinfra.com** -তে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে।

ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী

সময়ে সময়ে সংশোধিত মত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ অনুসারে, সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড সাধারণ সভায় দ্য ইন্সিটিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়ার জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ("এসএস-২") সেবি লিস্টিং রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, সংস্থাটি ইজিএম-এ লেনদেনের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সদস্যদের ভোট প্রয়োগের সুবিধা কোম্পানি প্রদান করেছে এবং এজন্য সংস্থাটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার্থে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) -কে নিযুক্ত করেছে। "কাট-অফ ডেট" অর্থাৎ বুধবার ৫ মার্চ ২০২৫ অনুযায়ী ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালইজেড ফর্মের শেয়ার ধারণকারী সদস্য **www.evoting.nsdl.com** -তে এনএসডিএলের ("রিমোট-ই-ভোটিং") বৈদ্যুতিন ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী ইজিএমের নোটিশে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে :

ক) ইজিএমের নোটিশে বর্ণিত বিশেষ ব্যবসায় কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।

খ) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শনিবার, ৮ মার্চ ২০২৫ সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ১১ মার্চ ২০২৫ বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে, এরপরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে ভোটদানের জন্য। কোনও রেজুলেশনে ভোট দেওয়ার পরে সদস্য পরবর্তী সময়ে এটি সংশোধন করতে পারবেন না।

গ) মিটিং এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও সরবরাহ করা হবে এবং সভায় অংশ নেওয়া সদস্যগণ যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি তারা সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকারটি কাট-অফ তারিখ হিসাবে, অর্থাৎ বুধবার, ৫ মার্চ ২০২৫ সংস্থার পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অংশের সমানুপাতিক হবে।

ঘ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে যে সদস্যরা তাদের ভোট(গুলি) দিয়েছেন তারাও ইজিএমে যোগ দিতে পারবেন তবে তারা আবার ইজিএমে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

ঙ) যে কোনও ব্যক্তি নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অনুসারে শেয়ার রাখার পরে কোম্পানির শেয়ারগুলি অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য তারা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডটি **evoting@nsdl.co.in** -তে একটি অনুরোধ প্রেরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত করতে পারবেন। তবে যদি কোনও ব্যক্তি ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএলে ইতিমধ্যে নিবন্ধভুক্ত থাকেন তবে বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। কাট-অফ তারিখ হিসাবে সদস্য না থাকা কোনও ব্যক্তিকে কেবল তথ্যের জন্য ইজিএমের নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত। ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত লগইন শংসাপত্রগুলি ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএমগুলিতে অংশ নিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

চ) কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধকরণ এবং স্থানান্তর বই বৃহস্পতিবার, ৬ মার্চ ২০২৫ থেকে বুধবার, ১২ মার্চ ২০২৫ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

ছ) কোম্পানি শ্রী অতুল কুমার লভ -কে, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (এফসিএস - ৪৮৪৮ / সিপি - ৩২৩৮) কলকাতা, ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করেছে।

জ) মিটিং চলাকালীন রিমোট ই-ভোটদান এবং ই-ভোটিংয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন /অভিযোগের ক্ষেত্রে আপনি 'ডাউনলোডস' বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং 'ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন **www.evoting.nsdl.com** -তে। সভার আগে/সময় যাদের প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন, এমন সদস্যরা **evoting@nsdl.co.in** -তে একটি অনুরোধ পাঠাতে বা টোল ফ্রি নম্বর ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ ব্যবহার করতে পারেন অথবা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অমিত বিশাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট/শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার এনএসডিএল, ৩০১, ৪র্থ তল, নমন চেম্বারস, জি ব্লক, প্লট নং - সি-৩২, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বই - ৪০০০৫১, নির্ধারিত ইমেল আইডিতে: **AmitV@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in** বা টেলিফোন নম্বরে ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০।

সদস্য যারা তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত করেননি তাদেরকে নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করতে এবং ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যরা বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে সদস্যের ইমেল আইডি, প্যান কার্ডের স্ক্যানকৃত অনুলিপি এবং কোনও ঠিকানার প্রমাণের (যেমন, আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ব স্বীকৃত অনুলিপি সহ স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র, ঠিকানা, ফোলিও নং, মোবাইল নং এবং ইমেল আইডি উল্লেখ করে **secretarial.legal@simplexinfra.com** অনুরোধ পাঠিয়ে ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার /আপডেট করতে পারেন ইজিএম নোটিশ পাওয়ার জন্য।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি.এল. বাজোরিয়া
সিনিঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীর সঙ্গে প্রতারণা

গুজরাত ও তেলেঙ্গানা থেকে গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: নিজেদের কাস্টমস আধিকারিক পরিচয় দিয়ে মানি লন্ডারিংয়ের ভুয়ো অভিযোগ এনে অবসরপ্রাপ্ত এক কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীকে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে ১০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল প্রতারকরা। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। অভিযোগ পেতেই সিট গঠন করে গুজরাত ও তেলেঙ্গানায় হানা দিয়ে প্রতারক চক্রের চার পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। তদন্তে নেমে লেনদেন বন্ধ করা হয়েছে প্রতারকদের একাধিক একাউন্টে। ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হয়েছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানায়। আজ ধৃতদের পেশ করা হচ্ছে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্যামাপদ মণ্ডল অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। গত ১৭ জানুয়ারি তাঁর কাছে টেলিফোন আসে। টেলিফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তিরা নিজেদের মুম্বইয়ের কাস্টমস আধিকারিক পরিচয় দিয়ে জানায় শ্যামাপদ মণ্ডলের নামে থাকা ল্যাপটপ, ওষুধ, কয়েকটি ক্রেডিট কার্ড সহ বেশ কিছু সামগ্রী আটক করা হয়েছে। এই অবৈধ সামগ্রীর মাধ্যমে বিদেশে মানি লিন্ডারিং করা হয়েছে। এরপরই টেলিফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তিরা জানায় বিষয়টি ইডিকে হস্তান্তরিত করা হচ্ছে। এরপরই শ্যামাপদ মণ্ডলকে ভিডিও কল করে পুলিশের পোশাক পরা এক ব্যক্তি জানান অবৈধ আর্থিক লেনদেনের জন্য তাঁকে ডিজিটালি গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। অবিলম্বে এই গ্রেপ্তারি এড়াতে হলে শ্যামাপদ মণ্ডলকে নির্দিষ্ট একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০ লক্ষ ২১ হাজার টাকা পাঠাতে হবে। এই ঘটনায় রীতিমতো ভয় পেয়ে যান শ্যামাপদ মণ্ডল। পরের দিনই গ্রেপ্তারি এড়াতে আরটিজিএস এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি অ্যাকাউন্টে ১০ লক্ষ ২১ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন অবসরপ্রাপ্ত ওই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। পরে তিনি প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরেই ১৯ জানুয়ারি বিষ্ণুপুর থানার দ্বারস্থ হন। অভিযোগ পেতেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। সিট গঠন করে শুরু হয় তদন্ত। আর্থিক লেনদেনের তথ্য যাচাই করে গুজরাতের দুটি ও তেলেঙ্গানায় একটি তদন্তকারী দল পাঠায় বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। বিভিন্ন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে গুজরাতের দুটি পৃথক জায়গায় ও তেলেঙ্গানার একটি জায়গায় স্থানীয় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হানা দেয় তদন্তকারীরা। এরপরই চার জায়গা থেকে এই প্রতারণার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ৪ পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম গৌরাং গুজ্জর, পটেল সাহিল, ঠাকুর আনন্দ কুমার ও সৈয়দ ইউসুফ সরিফ। ৩ জনেরই বয়স ২০ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। ধৃতদের মধ্যে গৌরাং গুজ্জরের বাড়ি গুজরাতের গান্ধিনগর, পটেল সাহিলের বাড়ি গুজরাতের সবরকাঁটা জেলায়, ঠাকুর আনন্দ কুমারের গুজরাতের পতন জেলা ও সৈয়দ ইউসুফ সরিফের বাড়ি তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদে। পুলিশ জানিয়েছে ওই বিপুল পরিমাণ টাকা প্রতারণার পর তা একের পর এক মোট তিনটি স্তরে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছিল। কিছু টাকা তুলেও নিয়েছিল প্রতারকেরা। টাকা স্থানান্তর ও টাকা তুলে নেওয়ার সূত্রই তাঁদের এই তদন্তে মূল অস্ত্র হয়ে উঠেছিল। প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত বেশ কিছু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আপাতত লেনদেন বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ। এই প্রতারণা চক্রে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ব্যান্ডেলে কোয়ার্টার ভাঙার কাজ শুরু রেল কর্তৃপক্ষের, ক্ষুব্ধ বিধায়কের টার্গেট রেলের কর্মীরা

বনস্পতি দে ● হুগলি

বিধায়কের টার্গেট রেলের কর্মীরা। 'মারছ না কেন? আপকে ঘর ম্যায় বঁটি নেহি হ্যয়, কাটারি নেহি হ্যয়? ওসব লেকে মারো উসকো', সাধারণ মানুষকে এমনই নিদান দিচ্ছেন খোদ শাসকদলের বিধায়ক। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় এসেছে ব্যান্ডেল স্টেশন। ঘটনা হুগলি জেলার ব্যান্ডেল এলাকার। তাই সেখানে বদলের হাওয়া। বদলে যাবে স্টেশনের খোলনলচে। উন্নত হবে পরিবেশ-পরিস্থিতি। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন ব্যান্ডেল স্টেশন সম্প্রসারণ। তাই রেলের আওতায় থাকা ব্যান্ডেল আম-বাগান, লোকোপাড়া এলাকায় পরিত্যক্ত জমিতে কাজ শুরু করতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই এলাকাতেই বছর বছর ধরে পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলি দখল করে বসবাস করছেন বহু মানুষ। রেলকর্মীরা উঠে গেলেও, মাথার উপর ছাদ জোগাতে দখলদারি নিয়েই সেখানে থাকছেন তারা। মূলত, দিনমজুর ও পরিযায়ী শ্রমিকদেরই ওখানে বসবাস বেশি। এদিকে, ব্যান্ডেল স্টেশনের সম্প্রসারণে সেই পরিত্যক্ত কোয়ার্টার এলাকা হাতছাড়া করতে নারাজ রেল কর্তৃপক্ষ। তাই সম্প্রতি লোকোপাড়া বসবাসকারীদের দেওয়া হয়েছে উচ্ছেদের নোটিস। আর সেই ইস্যুতেই সুর চড়িয়েছেন চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। কিছুদিন আগেই এই রেলের উচ্ছেদ নোটিস জারি করা নিয়ে একটি বৈঠক করেন তৃণমূল নেতা। তাঁর দাবি, যথাযথ পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করা যাবে না। সোমবার, সেই প্রসঙ্গেই ওই এলাকায় যান অসিত মজুমদার। গিয়ে দেখেন ইতিমধ্যেই কোয়ার্টার ভাঙার কাজ শুরু করে দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। আর তাতেই যেন ক্ষেপে লাল হয়ে যান বিধায়ক। উচ্ছেদ আটকাতে কার্যত 'হিংসার' পথকেই যেন বেছে নিতে বলেন বিধায়ক। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই পরিত্যক্ত এলাকা থেকে বসবাসকারীদের উচ্ছেদ ও সম্প্রসারণের টেন্ডার নিয়েছেন নাকি একজন তৃণমূল কর্মীই। সেই কথা শুনতেই বিধায়ক বলেন, 'তৃণমূলটা করে খাওয়ার জায়গা নয়। আমি যদি খবর পাই, তৃণমূলের কোনও কাজে তাকে রাখব না।'

UNITY Small Finance Bank

কর্পোরেট অফিস : সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বই - ৪০০ ০৯৮

প্রতীকী দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)

যেহেতু, **ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড,** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল নিয়েছেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	বন্ধকদত্ত /জামিনদত্ত সম্পদ(সমূহ) সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটশের তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ
স্টার ইমপেক্স (ঋণগ্রহীতা), ২. দীপ মোদক (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ৩. দীপ হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁ (সহ ঋণগ্রহীতা) ৪. লক্ষ্মী মোদক (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)। লোন অ্যাকাউন্ট নং : CFSLKOLLOAN000005002488 প্রতীকী দখলের তারিখ ১৫.০২.২০২৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি দোকান ঘর নং ১ এবং ২ একতলায়, পরিমাণ আনুমানিক ৩৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমির প্লট পরিমাম আনুমানিক ৭ কাঠা ৭ ছটাক ৫ বর্গফুট কমবেশি মৌজা : প্রসাদপুর, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ১৪৬, আরএস খতিয়ান নং ১০৯, আরএস দাগ নং ৪ এবং ৫, হোল্ডিং নং ৬৭/কিউ/৫, যশোর রোড (দক্ষিণ), থানা : বারাসত, ওয়ার্ড নং ৩১, স্থানীয় বারাসত পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী) : পূর্বে : ন্যাশনাল হাইওয়ে নং ৩৪, পশ্চিমে : হাউসিং কমপ্লেক্সের সিঁড়ি উত্তরে : দোকন নং ৩ দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক।	দাবি নোটিশ তারিখ ১১.১১.২০২৪, পরিমাণ ১৯,৫৭,১৯০.৬২ টাকা (উনিশ লাখ সাতান্ন হাজার একশ নব্বই টাকা এবং বাষট্টি পয়সা) টাকা ০৬.১১.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্যমতে।
১. কার জোন (ঋণগ্রহীতা) ২. শাইখ আবদুস সামাদ (সহ ঋণগ্রহীতা), ৩. শাইখ নাজিমা খাতুন (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), লোন অ্যাকাউন্ট নং CFSLKOLLOAN000005002881 প্রতীকী দখলের তারিখ : ১৫/০২/২০২৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ৫.৭৭৫ ডেসিমেল সমপরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি স্কিম প্লট নং বি, মৌজা : দত্তপুকুর, জেএল নং ১২২, আরএস খতিয়ান নং ১৩৫/১, এলআর খতিয়ান নং ১৩৫৯, বর্তমান ৭২৮, আরএস এলআর দাগ নং ৩৬১/১১২৭, থানা : দত্তপুকুর, (পূর্বতন বারাসত), স্থানীয় দত্তপুকুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী) : পূর্বে : আসরাব আলিক জমি পশ্চিমে : ৬০ ফুট চওড়া যশোর রোড উত্তরে : স্কিম প্লট নং এ-সম্পত্তি দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	দাবি নোটিশ তারিখ ০৮.১০.২০২৪, পরিমাণ ১৫,০৮,১৫৯.৮০ টাকা (পনের লাখ আট হাজার একশ উনষাট টাকা এবং আশি পয়সা) টাকা ০৮.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্যমতে।
১. শেখ হাসান বিল্ডার্স (ঋণগ্রহীতা), ২. আবুল বাসার শেখ (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), ৩. সালমা শেখ (সহ ঋণগ্রহীতা)। লোন অ্যাকাউন্ট নং :- USFBKOLLOAN000005014273 প্রতীকী দখলের তারিখ ১৩/০২/২০২৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমির পরিমাণ আনুমানিক ৯ ডেসিমেল এবং তদস্থিত নির্মাণ, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১০৩২, আরএস খতিয়ান নং ১১৮, এলআর খতিয়ান নং ৫৬০, মৌজা তিলপি, জেএল নং ৮৩, তৌজি নং ৪৫৮, থানা : জয়নগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তিলপি স্থিত, ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এবং সম্পত্তির চৌহদ্দি : (দলিল নং ৭৪৩৮-২০০৫ সালের অনুযায়ী) : পূর্বে : রহমান হালদার পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক উত্তরে : রহিম গাজী দক্ষিণে : প্রদীপ হালদার।	দাবি নোটিশ তারিখ ০৯.১২.২০২৪, পরিমাণ ২১,৪৭,৬০০.১২ টাকা (একুশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার ছশো টাকা এবং বারো পয়সা) টাকা ০৯.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্যমতে।

তারিখ - ১৮.০২.২০২৫ স্থান - পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল বিজনেস অফিস রিজিওন - ১, ১০৬, কিরণ চন্দ্র সিংহ রোড, হাওড়া - ৭১১১০২

নতুন শাখা খোলার জন্য প্রেমিসেস আবশ্যক

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল বিজনেস অফিস, রিজিওন-১, হাওড়া -অঙ্কুরহাটি, হাওড়ায় এটিএম স্পেস সহ ২০০০ থেকে ২৫০০ বর্গফুট, প্রস্তাবিত নতুন শাখা স্থাপনের জন্য, বাজার এলাকায় স্পষ্ট দৃশ্যমানতা সহ, অঙ্কুরহাটি ক্রসিং এর ১০০ মিটারের মধ্যে সকল ধরনের সুবিধা সমন্বিত বৈদ্যুতিক পাওয়ার, জলের ব্যবস্থা, পার্কিং এবং জেনারেটর স্পেস, এবং কোনওরকম জলজমা সমস্যা-এমনকী বর্ষাকালেও - না থাকা সাপেক্ষে, এবং (নির্মিত ভবন) একতলায় লিজে

১৫ দিনের মধ্যে দখল দিতে প্রস্তুত এমন মালিকগণের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে। আগ্রহী মালিকগণ **টেকনিক্যাল টেন্ডার এবং ফিনান্সিয়াল টেন্ডার** উভয়ই দাখিল করবেন দুই পৃথক সিল করা খামে অফিস চলাকালীন সময়ে রিজিওনাল ম্যানেজার আরবিও-১, হাওড়ার নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় ৭ দিনের মধ্যে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও দালালি/কমিশন দেওয়া হবে না।

তারিখ : ১৮.০২.২০২৫ রিজিওনাল ম্যানেজার, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আরবিও-১, হাওড়া

Union Bank of India রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, পিন - ৭১৩২১৬

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতা জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক. ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার নাম খ. শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. বকেয়া পরিমাণ গ. দখলের তারিখ
১.	ক) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ : শ্রী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস শ্রীমতি সাগরিকা বিশ্বাস খ) কৃষ্ণনগর সদর শাখা।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, **শ্রী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের নামে,** অবস্থিত জেএল নং ৯২, সিএস দাগ নং ২৮৬৮, আরএস দাগ নং ২৮৬৮/২৬১২৫, ২৮৬৮/২৬১২২, এলআর দাগ নং ৬৭৪১, সিএস খতিয়ান নং ৬২৫৪, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৩৯১০৯, হাল তৌজি নং ৭, হোল্ডিং নং ১৭৫, ডি এল রায় রোড, বউ বাজার, নতুন পল্লি, পো : কৃষ্ণনগর, থানা : কোতোয়ালি, পিন ৭৪১১০১, বউ বাজার পোস্ট অফিস এবং নতুন পল্লি খোলর মাঠের নিকট, পো: কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী শ্যামল সাহার অংশত দোতলা ভবন এবং সাগরিকা বিশ্বাসের অংশত দোকান ঘর, ; দক্ষিণে : গৌতম পাল এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; পূর্বে : সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : ডি এল রায় রোড।	ক. ০৪.১২.২০২৪ খ. ১৫,৯১,৯৩৭.৫৪ টাকা (পনের লাখ একানব্বই হাজার নশো সাঁয়ত্রিশ টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা) ২৭.১০.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ। গ. ১৪.০২.২০২৫
২.	ক) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা : শ্রী শঙ্কর রায় খ) মোহনপুর শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির বসবাসের প্লট এরিয়া পরিমাণ ৪.১২৫ ডেসিমেল, এবং তদস্থিত নবনির্মিত পাকা নির্মাণ ভূমিস্তর পর্যন্ত বসবাসের ভবন এরিয়া পরিমাণ ৮১৯ বর্গফুট (আনুমানিক) অবস্থিত জেলা : নদিয়া, থানা : হরিণঘাটা,হরিণঘাটা-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেএল নং ৫৬, সন্তোষপুর মৌজা, আরএস খতিয়ান নং ২২০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬৫, এডিএসআর -হরিণঘাটা, নদিয়া অধিক্ষেত্রে, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৪৫-২০১১ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্যামল চন্দ্র ভৌমিক এর জমি ;দক্ষিণে : শ্যামল চন্দ্র ভৌমিক এর জমি ; পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া কাঁচা চলার পথ; পশ্চিমে : শ্যামল চন্দ্র ভৌমিক এর জমি ।	ক. ০১.০৮.২০২৪ খ. ৩,২৬,৩০২.৮২ টাকা (তিন লাখ ছাব্বিশ হাজার তিনশ দুই টাকা এবং বিরাশি পয়সা) ২১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ। গ. ১৫.০২.২০২৫

তারিখ : ১৮.০২.২০২৫/স্থান : দুর্গাপুর — অনুমোদিত অফিসার/ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজেপির অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, পড়ল পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: সম্প্রতি বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মণ্ডল সভাপতির লিস্ট প্রকাশে এসেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই লিস্ট প্রকাশ্যে আসতেই বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের অদুরে বিষ্ণুপুর এক্সচেঞ্জ মোড় সংলগ্ন এলাকায় বিষ্ণুপুর মণ্ডল চারের সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল। পোস্টারে লেখা রয়েছে 'ভুয়ো ডাক্তারের বউ শুক্লা চ্যাটার্জিকে মণ্ডল সভাপতি মানছি না, মানব না, তৃণমূলের সঙ্গে সেটিং করে চুরি করা শুক্লাজি দূর হাটো, নীরজ কুমারকে দলে ফেরাতে হবে।' আর তাতেই বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় রাজনৈতিক চাপানোতর। এই পোস্টার নিয়ে শাসকবিরোধী একে অপরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়ি করতেই ব্যস্ত। বিজেপির অভিযোগ এই পোস্টার দিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

মণ্ডল সভাপতি শুক্লা চ্যাটার্জির দাবি, এটা বিরোধীদের চক্রান্ত। বিজেপির মধ্যে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। বিজেপির সক্রিয় কর্মীদের ভোটে তিনি মণ্ডল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

শিলিগুড়ি ইসকনে শুরু হচ্ছে কীর্তন মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে শুরু হতে চলেছে কীর্তন মেলা মহোৎসব। সমগ্র বিশ্বের ইসকনের অসংখ্য দেশি এবং বিদেশি ভক্ত সমন্বয়ে কীর্তন মেলা যে সাধারণ মানুষকে আনন্দ দেবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে কীর্তন মেলার অধিবাস। একই সঙ্গে ২১-২২ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি দিনভর চলবে সুমধুর কীর্তন অনুষ্ঠান। আর এই কীর্তন মেলা উপলক্ষে শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে হাজার হাজার ভক্ত সমবেত হবে। সাধারণ ভক্তদের জন্য মিলবে বিনামূল্যে মহাপ্রসাদ। তাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে কীর্তন মেলা উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ইসকনের তরফ থেকে। অন্যদিকে শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের তরফে নাড়ুগোপাল দাস জানান, বিগত বছরেও দেশ বিদেশের অনেক ভক্ত এসেছিল এই কীর্তন মেলায় কীর্তন পরিবেশন করতে, এ বছরও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভক্ত আসবে এখানে কীর্তন পরিবেশন করতে।

Union Bank of India

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
কাজের স্থান যমুনা ভবন, ২য় তল ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২)/৮(৬) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের জ্ঞাতার্থে বিক্রয় সম্পর্কিত নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)

প্রতি, তারিখ : ১১.০২.২০২৫

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুশান্ত পুরকাইত (আবেদনকারী), সিই-১৭৮, ইএসটিই কোয়ার্টার, মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, পো. নবাবগঞ্জ, ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৪৪ **শ্রীমতী রিক্তা পুরকাইত (সহ-আবেদনকারী)** স্বামী শ্রী সুশান্ত পুরকাইত, সিই-১৭৮, ইএসটিই কোয়ার্টার, মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, পো. নবাবগঞ্জ, ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৪৪

স্যার/ম্যাডাম,

বিষয়- সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে ব্যাংকের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এআরবি কলকাতা, ১৪/১বি এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, সুরক্ষিত পাওনাদার, **১৮.০১.২০১৯** তারিখে একটি দাবি নোটিশ তৈরি করে আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে, আহ্বান জানিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৬ / বিধি ৮ সহ পঠিত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **১৩.০৬.২০১৯** তারিখে (এরপরে অ্যাকাউন্টগুলি এআরবি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে)

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। এই হিসাবে, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিন পরে সর্বজনীন ই-নিলামের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য সহ ই-নিলামের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন উক্ত আইনের ১৩ (৮) ধারা অধীনে।

সম্পত্তির তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৯৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সমুদয় তিনতলা, ২ বেড রুম,১ হল ঘর, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, এবং এক ব্যালকনি, অবস্থিত মৌজা : গোরুই, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২১, তৌজি নং ১৭২, এলআর দাগ নং ৭৬৫, এলআর খতিয়ান নং ৫০২, আরএস দাগ নং ৪৪২, আরএস খতিয়ান নং ১৯৪, থানা : দম দম,দক্ষিণ দমদম পরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ৪, প্রেমিসেস নং ৪৪, পঞ্চানন সরকার রোড, কলকাতা : ৭০০০৬৫, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তি **শ্রী সুশান্ত পুরকাইত এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : নিত্যগোপাল পুরকাইত এর ভবন; দক্ষিণে : দেবেন্দ্রনাথ পুরকাইত এর ভবন; পূর্বে : দেবেন্দ্রনাথ পুরকাইত এর ভবন;পশ্চিমে : ক্যানাল সাইড রোড।

তারিখ : ১১.০২.২০২৫ স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Union Bank of India

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
কাজের স্থান যমুনা ভবন, ২য় তল ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২)/৮(৬) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের জ্ঞাতার্থে বিক্রয় সম্পর্কিত নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)

প্রতি, তারিখ : ১১.০২.২০২৫

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুরেশ পাসওয়ান, শ্রীমতী মীনা দেবী, ৩৮/২৭, ফকির বাগান লেন, পিলখানা, হাওড়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১১১০১

আরও ঠিকানা - ২য় তল, প্রেমিসেস নং ৪৪, পঞ্চানন সরকার রোড, পো. রবীন্দ্র নগর, থানা - দমদম (দক্ষিণ), ২৪ পরগনা (উত্তর) পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৬৫

স্যার/ম্যাডাম,

বিষয়- সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে ব্যাংকের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এআরবি কলকাতা, ১৪/১বি এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, সুরক্ষিত পাওনাদার, **১৮.০১.২০১৯** তারিখে একটি দাবি নোটিশ তৈরি করে আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে, আহ্বান জানিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৬ / বিধি ৮ সহ পঠিত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **১৩.০৬.২০১৯** তারিখে (এরপরে অ্যাকাউন্টগুলি এআরবি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে)

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। এই হিসাবে, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিন পরে সর্বজনীন ই-নিলামের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য সহ ই-নিলামের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন উক্ত আইনের ১৩ (৮) ধারা অধীনে।

সম্পত্তির তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৯৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সমুদয় দোতলায় ২ বেড রুম, ১ হল ঘর, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, এবং এক ব্যালকনি, অবস্থিত মৌজা : গোরুই, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২১, তৌজি নং ১৭২, এলআর দাগ নং ৭৬৫, এলআর খতিয়ান নং ৫০২, আরএস দাগ নং ৪৪২, আরএস খতিয়ান নং ১৯৪, থানা : দম দম, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ৪, প্রেমিসেস নং ৪৪,পঞ্চানন সরকার রোড, কলকাতা : ৭০০০৬৫, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **সম্পত্তি শ্রী সুরেশ পাশোয়ান এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : নিত্য গোপাল পুরকাইত এর ভবন ; দক্ষিণে : দেবেন্দ্রনাথ পুরকাইত এর ভবন; পূর্বে : দেবেন্দ্রনাথ পুরকাইত এর ভবন;পশ্চিমে : ক্যানাল সাইড রোড।

তারিখ : ১১.০২.২০২৫ স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২০.০৩.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ২০.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২১,৪৮,৮২০.০৭ টাকা (একুশ লাখ আটচল্লিশ হাজার আটশ কুড়ি টাকা এবং সাত পয়সা) ৩১.১২.২০১৮ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং মূল্য সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স ও কে লেদার** রেজিস্টার্ড অফিস ৬, ড. ললিত ব্যানার্জি সরণি (ইডেন হসপিটাল রোড), কলকাতা - ৭০০০৭৩। স্বত্বাধিকারী : **মহ. ইয়াকুব,** পিতা প্রয়াত মহ. ওয়াজুল হক, ১৪বি, সাগর দত্ত লেন, থানা - বৌবাজার, কলকাতা - ৭০০০১২, **জামিনদাতা : শ্রী আবদুল কায়ুম,** পিতা মহ. নাজিম, ১৪বি, সাগর দত্ত লেন, থানা - বৌবাজার, কলকাতা - ৭০০০১২ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর স্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১০ ছটাক ২৬ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা ইটের ভবন মোট ঢাকা এরিয়া ৫৯০ বর্গফুট (স্বত্ব দলিল অনুযায়ী) প্রেমিসেস নং ১৪বি, সাগর দত্ত লেন, (পূর্বতন ৭, দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট), থানা : বউ বাজার, কলকাতা :৭০০০১২, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪৪ অধিক্ষেত্রে। সম্পত্তি মহ ইয়াকুব শেখ, পিতা প্রয়াত ওয়াজুল হক এর নামে। **স্বত্ব দলিল নং ৫৩০০-২০০১ এবং ২০৩৩-২০০৩। সম্পত্তির চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী):** উত্তরে : অংশত দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক স্ট্রিট এবং অংশত ৬/১, দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক স্ট্রিট, দক্ষিণে : সাগর দত্ত লেন, কলকাতা; পূর্বে : ১৪এ, সাগর দত্ত লেন, ; পশ্চিমে : অংশত ৬/১, এবং অংশত ৬/২ সাগর দত্ত লেন, কলকাতা।

সংরক্ষিত মূল্য : ১৯,১০,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা : ১,৯১,০০০.০০ টাকা, বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১২.০৩.২০২৫ | প্রতীকী দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ১৮.০২.২০২৫ স্থান : কলকাতা — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম- অভিজিৎ চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং- ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ (১) ও রুল ৬ (২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮ (৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৭.০৩.২০২৫
সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: ২৭.০২.২০২৫ সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৩.০০টা

ইচ্ছুক দরদাতারা কেবল প্লান্ট ও যন্ত্রপাতির জন্য বিড করতে পারেন। তবে প্লান্ট ও যন্ত্রপাতিসহ জমি ও ভবন ক্রয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শুধু জমি ও ভবন বিক্রি করা হবে না।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকীকৃত/হাইপোথিকেটেড/ চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার **দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে, **০৭.০৩.২০২৫ তারিখ** সময় সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত বিক্রয় করা হবে।

ক্র. নং ০১ [রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]

৩১.১২.২০২৪ অনুযায়ী ২,২৬,৯৪,০৭৭.৪৮ টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **নিউ শ্রী কৃষ্ণ অয়েল মিল, স্বত্বাধিকারী- শ্রী সরজিৎ কুন্ডু,** পিতা-প্রয়াত গিরিশ চন্দ্র কুন্ডু, শ্রীমতী শিখা কুন্ডু স্বামী- **সরজিৎ কুন্ডু**-এর বকেয়া হয়ে গেছে।

রিজার্ভ মূল্য হবে :

সম্পত্তি নং- ১ : ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং বায়না জমা হবে ৫,০০,০০০.০০ টাকা
বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ২০,০০০.০০ টাকা

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১ : জে.এল.- ৬৮, প্লট-১৫০৫, **দলিল নং আই-২৫২৬/১৯৮২, এলাকা- ২.৪০ কাঠা,** খতিয়ান নং ৭১৩, শ্রীনগর পল্লী, বেনাচিটি, থানা- দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান- ৭১৩২১৩, পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং (জি+১) আবাসিক বিল্ডিং। **সম্পত্তিটি শ্রী সরজিৎ কুন্ডু -র নামে।**

সম্পত্তিটি গঠনমূলক দখলের অধীনে

ক্র. নং ০২ **[রুল ৬(২) এবং রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]**

২৩.০৪.২০১৫ অনুযায়ী **৩,৫০,১৩,৯১৯.০০ টাকা** + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স সিদ্ধেশ্বরী ফুড প্রোডাকশন, অংশীদার: শ্রী শ্যামল দাস,** প্রযত্নে প্রয়াত শক্তিপদ দাস, **শ্রী অমলেন্দু দাস,** প্রযত্নে প্রয়াত শক্তিপদ দাস এবং **জামিনদার: ১) শ্রীমতী সোমা দাস, ২) শ্রী স্বরাজ সামন্ত** -এর বকেয়া হয়ে গেছে।

রিজার্ভ মূল্য হবে :

সম্পত্তি নং - ১) ৪২.৪৫ লক্ষ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ৪,২৫,০০০.২৩ লক্ষ টাকা
সম্পত্তি নং - ২) ১৩.২৯ লক্ষ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ১,৩৩,০০০.০০ লক্ষ টাকা
সম্পত্তি নং - ৩) ১১.৯৭ লক্ষ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ১,২০,০০০.০০ লক্ষ টাকা
বিড বৃদ্ধির পরিমাণ : **২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতি সম্পত্তি)**

(জ্ঞাত দায়, যদি থাকে, সহ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১: রাইস মিলের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমির পরিমাপ ৬৫.০০ ডেসিমেল, মৌজা- শাঁকটিয়া অধীনে, জে.এল. নং- ৯০. খতিয়ান নং- ৮৬৪, ৭০০ এবং ৭০১, এল.আর. প্লট নং- ৬৪৭, শ্রেণী- রাইস মিল, সিদ্ধেশ্বরী ফুড প্রোডাক্টস এর অংশীদার **শ্রী শ্যামল দাস এবং শ্রী অমলেন্দু দাসের নামে,** দলিল নং- আই-৩৩৩৩ তারিখ-১৩.১২.২০০৫, সিদ্ধেশ্বরী ফুড প্রোডাক্টস (রাইস মিল) এর কাঠামো সহ, গ্রাম - শাঁকটিয়া (উত্তরপাড়া), পোস্ট- শাঁকটিয়া, থানা-রায়না, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৮, পঃবঃ -তে, **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত এইভাবে:** পূর্বে - বিমল কুমার গুপ্তার জমি, পশ্চিমে- অজিত কুমার সামন্তের জমি, উত্তরে- অনুপ কুমার সামন্তের জমি, দক্ষিণে- হারু মল্লিকের জমি।

সম্পত্তি নং ২ : সিদ্ধেশ্বরী ফুড প্রোডাক্টস, গ্রাম - শাঁকটিয়া (উত্তরপাড়া), পোস্ট- শাঁকটিয়া, থানা-রায়না, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৮, পঃবঃ এর ভূপৃষ্ঠে এম্বেড করা প্ল্যান্ট ও মেশিনারি

সম্পত্তি নং ৩: মৌজা- রাইনগর, জেএল নং- ১১৮ এর অধীনে ১৯.০০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এল.আর. খতিয়ান নং- ১৪০০, এলআর প্লট নং- ১২০৯/২২৭৬। শ্রেণী- দোকান। **দলিল নং- আই-৪৪৯৫ তারিখ- ১৬.১১.২০০৯, জমিটি শ্রী স্বরাজ সামন্ত -এর নামে (বর্তমানে শ্রী শ্যামল দাসের নামে),** পিতা-সমীর সামন্ত, গ্রাম- বিশ্বেশ্বরবাটি, পোস্ট- শাঁকটিয়া, থানা-রায়না, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৮, পঃবঃ

সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক- https://BAANKNET.com দেখুন।

খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন অথবা ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: ১৮.০২.২০২৫ স্থান: বর্ধমান — কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

৯৪ লক্ষ টাকার ভিআইপি বক্স ছেড়ে দিলেন পাক বোর্ডপ্রধান

ভারত-পাক ম্যাচ দেখবেন সাধারণ গ্যালারিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: লক্ষ্য পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) আর্থিক লাভ। তাই নিজের জন্য বরাদ্দ ভিআইপি হসপিটালিটি বক্স বিক্রি করে দিতে বললেন চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। ৩০ আসনবিশিষ্ট সেই বক্সের ভাড়া চার লক্ষ দিরহাম বা ৯৪ লক্ষ টাকা। সেটিই বিক্রি করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নকভি। নিজে সাধারণ দর্শকদের সঙ্গে বসেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখবেন।

পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, নকভিকে দুবাই স্টেডিয়ামের একটি ভিআইপি বক্স দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তিনি পরিবার এবং অতিথিদের নিয়ে খেলা দেখার সুযোগ পেতেন। তবে সেই বক্স বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সাধারণ দর্শকাসন থেকেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ডকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলে দিয়েছেন, ভারত ম্যাচে পাকিস্তানের দর্শকেরা কী ভাবে দেশকে সমর্থন করেন সেটা চোখের সামনে দেখতে চান।

এ ছাড়া নকভি জানিয়েছেন, করাচি, লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়াম নতুন করে নির্মাণে যে ১৮০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে তার পুরোটাই বহন করবে পিসিবি। আইসিসি বা অন্য কারও সাহায্য নেওয়া হবে না। এর জন্য টিকিট বিক্রি এবং অন্যান্য খাতে পাওয়া অর্থ কাজে লাগানো হবে।

একটি সাক্ষাৎকারে নকভি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানে ৩০ বছর পর আইসিসি প্রতিযোগিতা হওয়া নিয়ে। তিনি বলেছেন, ত১৯৯৬ বিশ্বকাপের পর থেকে স্টেডিয়ামগুলোর উন্নতি করা হয়নি। তার পর থেকে বিশ্বক্রিকেটের মানচিত্র বদলে গিয়েছে। পাকিস্তানও যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বড় মাপের প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারে, সেটা দেখানোর এটাই সেরা সুযোগ। ক্রিকেটার, কর্তা এবং সমর্থকদের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিষেবা দেওয়া হবে।

ইডেনে ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্রিকেট ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইডেন গার্ডেনে হয়ে গেল ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্রিকেট ম্যাচ। মুখোমুখি হয়েছিল আইপিএস একাদশ ও সিএবি একাদশ। যেখানে আইপিএস একাদশ ৬ উইকেটে জয়ী হয়েছে। প্রথমে ব্যাট করে সিএবি যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাসের নেতৃত্বে সিএবি একাদশ ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৪৭ রান তোলে। রোহন ব্যানার্জি ৩০ বলে ৮ চারের সাহায্যে দুর্দান্ত ৫০ রান করেন। জবাবে আইপিএস একাদশ ১৮.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রান তুলে নেয়। ভোলানাথ পান্ডে ২২ বলে ম্যাচ জেতানো ৩৯ রান করে সর্বোচ্চ রান করেন। ম্যাচে হাজির ছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। গোটা অনুষ্ঠানটিতে সুচারুভাবে সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলান সিএবির পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

কোহলিদের খোঁচা কেকেআরের!

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে আইপিএল। আগামী ২২ মার্চ কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হবে দু'দল। রবিবার আইপিএলের সূচি প্রকাশ হওয়ার পরই লড়াইয়ের দামামা বাজিয়ে দিল কেকেআর। সমাজমাধ্যমে বিরাট কোহলিদের খোঁচাও দিয়েছে শাহরুখ খানের দল।

আইপিএলের সূচি প্রকাশের পর সমাজমাধ্যমে দু'টি পোস্ট করেছেন কেকেআর কর্তৃপক্ষ। প্রথম পোস্টে ২২ মার্চ আরসিবির সঙ্গে ম্যাচের সূচি দিয়ে বলা হয়েছে, 'ইডেন থেকে খেতাব রক্ষার লড়াই শুরু।' এর পর আরও একটি পোস্ট করা হয় কেকেআরের পক্ষে। তাতে খোঁচা দেওয়া হয়েছে কোহলিদের। ব্যবহার করা হয়েছে দু'টি ছবি। প্রথমটিতে ২০১৭ সালে আরসিবির ব্যাটিং বিপর্যয়ের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোহলির দল ইডেনে ৪৯ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল। এখনও পর্যন্ত সেটাই আইপিএলে কোনও দলের সব চেয়ে কম রানের ইনিংস। কেকেআরের অধিনায়ক হিসাবে সে বারই শেষ খেলেছিলেন গৌতম গম্ভীর। দ্বিতীয় ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে ২০১৯ সালে দু'দলের লড়াইয়ের কথা। সেই ম্যাচে আন্দ্রে রাসেল ১৩ বলে অপরাজিত ৪৮ রানের ইনিংস খেলেছিলেন বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে। রাসেলের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সুবাদে ২০৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ১৯.১ ওভারে ম্যাচ জিতে নিয়েছিল কেকেআর।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

তিন মাস পর নিজেদের 'পোষ্য' সন্তানকে খুঁজে পেলেন দম্পতি

গুরুগ্রাম, ১৭ ফেব্রুয়ারি: তিন মাস ধরে হন্যে হয়ে খুঁজছিলেন প্রিয় পোষ্যকে। পোষ্যের সন্ধান দিতে পারলে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিলেন গুরুগ্রামের দম্পতি। অসংখ্য ড্রোন ও সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে তিন মাস পর ঘরে ফিরল হারানো ধন!

শনিবার সন্ধ্যায় ফেরত পাওয়া গিয়েছে দশ বছর বয়সি ভারতীয় প্রজাতির ওই গ্রেহাউন্ডকে। গত নভেম্বর মাসে আগ্রার একটি হোটেল থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল সে। দীপাবলির ছুটি পেয়ে দুই পোষ্য কুকুরকে নিয়ে আগরা বেড়াতে এসেছিলেন গুরুগ্রামের বাসিন্দা দীপায়ন ঘোষ এবং কস্তুরী পাত্র। শহরেরই একটি হোটেলে উঠেছিলেন তাঁরা। সেখান থেকেই গত ৩ নভেম্বর সকালে হারিয়ে যায় তাঁদের প্রিয় কুকুর। কোনও ভাবে দড়ি খুলে পালিয়ে যায় সে। হোটেল থেকে যখন দম্পতিকে ফোন করে খবরটা জানানো হয়, সে সময় তাঁরা ফতেহপুর সিক্রি দেখতে বেরিয়েছিলেন। তড়িঘড়ি সব ফেলে হোটেলে ফিরে আসেন দম্পতি। সেই থেকে শুরু হয় পোষ্যের খোঁজ।

গাফিলতির অভিযোগে হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেন ওই দম্পতি। পোষ্যের খোঁজে দু'সপ্তাহ আগ্রাতেই কাটিয়ে ফেলেন তাঁরা। এই দু'সপ্তাহে দরজায় দরজায় ঘুরেছেন দীপায়ন-কস্তুরী। জনে জনে ডেকে বলেছেন, কুকুরের সন্ধান দিলে দেওয়া হবে ৩০ হাজার টাকা পুরস্কার। পরে তা বাড়িয়ে ৫০ হাজার করে দেন তাঁরা। সপ্তাহদুয়েক পর গুরুগ্রামে ফিরে এলেও বার বারই আগ্রায় ফিরে যেতেন দু'জনে। শাহজাহান গার্ডেন, যমুনার ধার কিংবা শহরের রাস্তা; গাড়িতে করে চষে বেড়াতেন সর্বত্র। কখনও রাত কাটাতেন হোটেলে, কখনও আবার গাড়িতেই কেটে যেত সারা রাত। শেষমেশ শুক্রবার প্রশান্ত নামে এক ট্যুর গাইড তাঁদেরকে ফোন করে জানান, মেহতাব বাগের কাছে তিনি কুকুরটিকে দেখতে পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে গুরুগ্রাম থেকে আগরার উদ্দেশে রওনা দেন দম্পতি। ততক্ষণে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামছে। গাড়ি থেকে নেমে দম্পতি দেখেন, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁদের হারানো 'সন্তান'! সমাজমাধ্যমে ইতিমধ্যেই ওই হৃদয়স্পর্শী মুহূর্তের একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে।

আইরিশ-ব্রিটিশ পর্যটককে ধর্ষণ করে খুন, যাবজ্জীবনের সাজা

পানাজি, ১৭ ফেব্রুয়ারি: ২৮ বছরের এক আইরিশ-ব্রিটিশ পর্যটককে ধর্ষণ ও খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল গোয়ার এক আদালত। শুক্রবার তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বিচারক।

২০১৭ সালের ১৪ মার্চ দক্ষিণ গোয়ার কানাকোনা গ্রামের জঙ্গলে উদ্ধার হয় ওই বিদেশিনীর দেহ। ২৮ বছরের বিকট ভগতের বিরুদ্ধে ওঠে ধর্ষণ-খুনের অভিযোগ। জানা যায়, সে একটা সন্ধ্যা ওই তরুণীর সঙ্গে কাটিয়েছিল। তারপরই তাকে ধর্ষণ করে পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করে। এদিন জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক ক্ষমা যোশী সেই অপরাধে তাকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনানোর পাশাপাশি খুন-ধর্ষণের মামলায় ২৫ হাজার টাকা ও প্রমাণ লোপাটের মামলায় ১০ হাজার টাকা জরিমানাও করেন। সেই সঙ্গেই প্রমাণ লোপাটের অপরাধে দু'বছরের সাজাও শুনিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, দুই সাজাই একসঙ্গে ভোগ করতে হবে বিকটকে।

শুক্রবার বিকটকে দোষী সাব্যস্ত করার পর নির্যাতিতার পরিবারের তরফে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়।

প্রয়োজন হলে ইউক্রেনের সাহায্যে সেনা পাঠাতে পারে ব্রিটেন!

লন্ডন, ১৭ ফেব্রুয়ারি: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ইউক্রেন ও ইউরোপের অন্য দেশকে কার্যতই পাত্তা দিচ্ছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি সম্প্রতি ফোন করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে এবং তাঁর দাবি, তাঁরা দু'জনই সহমত যুদ্ধ থামানোর বিষয়ে। ট্রাম্পের এহেন আচরণে অস্বস্তিতে ইউরোপ। এহেন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার জানিয়ে দিলেন, যদি প্রয়োজন পড়ে তিনি ইউক্রেনের সাহায্যার্থে সেনাও পাঠাতে পারেন সেখানে।

ঠিক কী বলেছেন তিনি? এই মুহূর্তটিকে 'এক প্রজন্মে একবারই আসে' এমন মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করে তিনি জানিয়েছেন, প্রয়োজন পড়লে আমাদের সেনা ইউক্রেনে পাঠানো হতে পারে। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে, আমাদের মহাদেশকে বাঁচাতে এবং অবশ্যই ব্রিটেনকে রক্ষা করতেই যে কোনওপদক্ষেপ করতে পারি। স্টার্মারের এমন মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। আসলে মনে করা হচ্ছে, ট্রাম্পের এমন ঘোষণার জন্য কেবল তিনিই নন, ইউরোপের অন্য দেশের নেতারাও প্রস্তুত ছিলেন না। ২০২২ সালে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। গত বছরের শেষদিকে ইউক্রেনের উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছিল ব্রিটেন। যার অর্থ রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্ট্রম স্যাডো মিসাইল ব্যবহার করতে পারবে ইউক্রেন। এবার ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর কথা বলে চাপ আরও বাড়াল ব্রিটিশরা। আর এক সপ্তাহ পরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষপূর্তি। এই পরিস্থিতিতে প্যারিসে বৈঠক করার কথা ব্রিটেন, জার্মানি, পোল্যান্ড, ইতালি, স্পেন, নেদারল্যান্ডস ও ডেনমার্কের। ওই বৈঠকে থাকবেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রধান অ্যান্টনিও কোস্টা, ন্যাটোর সাধারণ সম্পাদক মার্ক রুটও। জানা গিয়েছে, ইউক্রেন সর্বোপরি ইউরোপের প্রতিরক্ষা রক্ষা করা নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হবে।

Office at ADHATA GP
Vill + Post- Adhata, P.S.- Amdanga, North 24 Parganas

NIT NO - 52/ ADH_GP/ 2024-25, Date-12/02/2025 and Published date-17/02/2025 NOS Scheme - 01
NIT NO - 53/ ADH_GP/ 2024-25, Date-12/02/2025 and Published date-17/02/2025 NOS Scheme - 02
NIT NO - 54/ ADH_GP/ 2024-25, Date-12/02/2025 and Published date-17/02/2025 NOS Scheme - 03
Document download start date From **17.02.2025,9.00 A.M** (or as per Tender site). Bid submission start day on **17/02/2025 at 9.00 A.M** (or as per e-Tender site). Bid submission closing day on **24/02/2025 upto 1.00 P.M** (or as per e-Tender site). Bid opening date & time on **27/02/2025 (After 1.00 P.M)** or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Adhata GP
Sd/- **Soma Das,** Prodhan
Adhata Gram panchayat

E-TENDER
E- tenders are invited by the Prodhan, **Kanainagar Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIET No.19e/KNGP/ 2024-25 & 20e/KNGP/2024-25, Last date of submission 20.02.2025 & 22.02.2025 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram Panchayat.

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-14 OF 2024-25 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for One time clearance of water hyarcinth, junglesand deposition Neora Paschimpara near PHE Pumping Station within Basirhat Municapility. e-Tender Start Date: **25.02.2025 at 9.00 A.M.** Closing Date: **04.03.2025 upto 9.00 A.M.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-13 of 2024-25 (1st call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for One time clearance of water hyarcinth, jungle sand deposition in canal bed of Neora Canal within Basirhat Municapility. e-Tender Start Date: **18.02.2025 at 9.00 A.M.** Closing Date: **25.02.2025 upto 9.00 A.M.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

e-Tender Notice
N.I.e-T. No.: 24/2024-25 / 15thF.C. vide Memo No.: 74/Bh-I P.S., dated 17/02/2025 has been published. Details of N.I.e-T will be available at the **http://wbtenders.gov.in** website
Sd/- Executive Officer, Bharatpur-I, Murshidabad

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **খান্ডেলওয়াল ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড (CIN:U67120 WB1991PTC053666),** রেজিস্টার্ড অফিস ৩৯, শেক্সপিয়ার সরণি, ৪র্থতল, কলকাতা : ৭০০০১৭-মূল এনবিএফসি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং **বি.০৫.০০৯৪৫,** তারিখ ১৮ জুলাই ২০০৪, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত হারিয়ে ফেলেছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে উক্ত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আরও অবগত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটের কোনওরূপ অপব্যবহার আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
বোর্ডের পক্ষে
খান্ডেলওয়াল ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
অমিত কুমার শাহ
কোম্পানি সেক্রেটারি

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-10/4TH CALL/2024-25** for "Renovation of Bituminous Road at Southgarh Lane in Ward No - 13 under Krishnanagar Municipality." The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender id: 2025_MAD_816479_1.**
Sd/- **Chairman**
Krishnanagar Municipality

"ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ"
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স ইন্দমার্ক মার্কেটিং লিমিটেড
(CIN : U57102WB1981PLC033585)
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪/১বি, রাধানাথ চৌধুরি রোড, কলকাতা - ৭০০০১৫ পশ্চিমবঙ্গ
... দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত পরিবর্তন/অবস্থান কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ) ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪/১বি, রাধানাথ চৌধুরি রোড, কলকাতা - ৭০০০১৫ পশ্চিমবঙ্গ
দরখাস্তকারীর পক্ষে
ইন্দমার্ক মার্কেটিং লিমিটেড
স্বা/-
তারিখ : ১৭.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
গৌরী বলদেওয়া শংকর
(ডিরেক্টর)
ডিন-০০১৩৪২২৯
ঠিকানা - ২০এল, মতি লাল বসাক লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৫৪ পশ্চিমবঙ্গ

পূর্ব রেলওয়ে
এনআইটি নং. ঃ ৩৪৮_২০২৪-২৫, তারিখ ১৪.০২.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেল, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ **[সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া-এর অধিক্ষেত্রের জন্য]** নিম্নরূপ কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেতে অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে বালি-ব্যান্ডেল আপ মেইন লাইনে কিমি ৭.০৫১-৭.৫৮৫, ১১.০০৮-১১.৯৬৮ কিমি, ১৩.৭৬৮-১৪.০০৪ কিমি, ১৪.০২-১৫.৮৬৩ কিমি, ১৭.৪২-১৯.১৭৯ কিমি, বালি-ব্যান্ডেল ডাউন মেইন লাইনে - ১২.০৩৩-১২.৬৯৫ কিমি, ১২.৮২৭-১৩.০৮২ কিমি, ১৩.৭৬২-১৫.৮০২ কিমি, বালি-ব্যান্ডেল আপ মেইন লাইনে ২১.৫৮৭-২১.৭৭১ কিমি, ২৩.০০৪-২৪.০৬৩ কিমি, ২৪.৭৭৯-২৪.৮১৯ কিমি, ২৫.৩২৯-২৮.০৪১ কিমি ও ২৮.৬০-৩৮.০০১ কিমি এবং বালি-ব্যান্ডেল ডাউন মেইন লাইনে - ২৮.৫৯৮-৩২.৩৯৩, ৩৩.০৫৮-৩৭.৪০৬ কিমি অবস্থানে সেস মেরামতি কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,৩৪,৬৯,৭৪৯.৭৫ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৬৭,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** বারো (১২) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোন কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আবেদনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৩.২০২৫- এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান —** বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি), কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-609/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING TENDER
Corrigendum-01
FOR DATE EXTENSION PARTICIPATION IN THE TENDER
Memo. No. 3515/RM - Date - 17.02.2025. Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/ NIT-17e /2024-25/SL10 & SL11. Memo. No. 3416/RM - Date - 06.02.2025. Tender ID : 2025_MAD_ 811702_10 & 11. Name of the work:- SL10) Urgent Patch Repairing of road by Bituminous work of Peyada Para Road, Amullya Pramanick Road, Gopalnagar bye Lane and near Nasra Girls School in ward no- 14 & 18. SL11) Urgent Patch Repairing of road by Bituminous work at Nasra (N) para Lane, Paik Para Lane, Nasra(S) Lane & near Ananda Mohan School in ward no- 13 & 15. it is here by informed that the Document Download/Sale End Date, Bid Submission End Date is extended upto **19/02/2025** & Bid opening Date is extended upto **22.02.2025** for above mentioned Tender due to some technical reason.
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/038(e)/2024, Date-17.02.2025
1. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm dia and 150mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers within ward no-07 under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date- **07/03/2025.**
e-Tender No.: UKM/PWD/039(e)/2024-25, Date-17.02.2025
1. Construction of M.S. roof shed at Community hall Makhla (3rd Floor) near Debiswari in Ward No-23. Bid Submission Closing Date- **07/03/2025.**
e-Tender No.: UKM/PWD/040(e)/2024-25, Date-17.02.2025
1. Construction of boundary wall with M.S. fencing at Haripukur play ground in Ward No-01 under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date- **07/03/2025.**
For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-QUOTATION
N.I.E. EQ. No. 45/WS/ Eng/25 Dt. 12-02-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Government of West Bengal
NIQ No. 01 of 2024-2025 of S.D.O./B.I. Sub-Division No. III
Sealed Quotations are invited by the undersigned for single work from bonafide outsiders having credential of execution of similar nature of work within the last 5 years on the date of publishing of NIQ. Last date of application for the Quotation Documents is 24.02.2025 up to 4.00 P.M. For details contact in office on any working day or may be seen www.wbiwd.gov.in
Sd/- Sub-Divisional Officer
Burdwan Irrigation Sub-Division No. III
Kanainatshal, Purba Bardhaman

RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT
RUDRANAGAR, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenders are being invited from the bidders **w.r.t.Tender ID- 2025_ZPHD_815932_1, 2025_ZPHD_815937_1, 2025_ZPHD_815941_1, 2025_ZPHD_815949_1.**
Last date of tender dropping **23-02-2025 up to 10 A.M,** and opening date of the tenders **25-02-2025 at 10.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028
DUM DUM MUNICIPALITY HAS PUBLISHED 02 tenders in the Govt. website: "wbtenders.gov.in." related to Bituminous Road Work with Mastic Asphalt under DMA within Dum Dum Municipality vide Memo No. 1145/DDM/GEN/24-25 Dtd. 29.01.2025, e-NIT Last Date for Dropping Bid has been revised/extended, due to minimum bids not met, to - 22.02.2025, technical bid opening date has been extended to - 24.02.2025.
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

Khakurdaha GRAM PANCHAYAT
Joynagar-1 Block, District South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of Khakurdaha Gram Panchayat of Joynagar-1 Block under south 24 parganas dist. invites bids for Construction of CC Road **NIT No 310/XVFC-UNTIED/NIT/KKDGP/2025 RS @ 153818/- 302, 306, 307, 308, 309/XVFC-TIED/NIT/KKDGP/2025** Tube well submercible **Rs-257466/= Drain Rs-251935/=, 293502/=, 251935/=, 251935/=** The Estimated Cost excluding GST & L. Cess.The period of bid submission is **10:00 AM of 20th Feb. 2025 to 10:00 AM of 3rd March 2025.** For details please visit to **wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan,
Khakurdaha Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/S&D/23/2024-2025 তারিখ : ০৭.০২.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার(এসঅ্যান্ডডি), হাওড়া পৌর নিগম-এইচএমসি অধীন এইচসিভি চেসিস মাউন্টেড কম্বাইনড হাই প্রেসার জেটিং তথা সাকশন মেশিন পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ, ২ সেট বাকেট মেশিন (জোন -এ, বি এবং সি) এর পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওযা যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিভাগীয় ওয়েবসাইট www.wbtender.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৮.০২.২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১৭৩(৩)/২৪-২৫
১৭.২.২৫
সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

THE PARK Kolkata
Sealed Tenders are invited on the prescribed form for the Financial Year 2025-2026, for **THE PARK KOLKATA, FLURYS, ZONE BY THE PARK KOLKATA & ZONE BY THE PARK DIGHA for the supply of the following items Fruits, Vegetables, Milk & Dairy Products, Poultry & Eggs, Fish & Sea Foods, Mutton, Imported Cold Cuts, Imported Cheese Products, Grocery Indian & Imported, Tenderloin, Processed Meat, Chinese Food, Frozen Peas, Charcoal, Flowers Supply, Industrial Salt, Disposal items, Chemicals, Stationeries, Housekeeping Items and Engineering products, LPG & other items.**
Particulars of specification and prescribed form can be obtained from the Purchase Office of The Park Hotel Kolkata within 8 days from the date of the advertisement between 11.00 to 16.00 hours on cash payment of **₹1000/- (Non Refundable)** for each category.
Sealed Tenders will be received till 16.30 Hrs. on **24th February, 2025** at The Park Kolkata (Time Office). Late applications and soft copy shall not be accepted.
THE PARK KOLKATA
17, Park Street, Kolkata-700016,
Tel : +91 33 4004 9000, Fax : +91 19 2249 4000

ফর্ম জি
পি আর কমার্স প্রাইভেট লিমিটেড-রাইকভা, ৩এ, রাম মোহন মল্লিক গার্ডেন লেন ৫ম তল, রুম নং ১০, থানা - বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০-কার্যরত- এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	পি আর কমার্স প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AAECP7450N CIN : U51909WB2008PTC122333
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	রাইকভা, ৩এ, রাম মোহন মল্লিক গার্ডেন লেন, ৫ম তল, রুম নং ১০, থানা - বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	০ আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২০২৪ প্রাপ্ত ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	শূন্য (কর্পোরেট ডেটরের বাতিল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : prcommerce.ibc@gmail.com বিনিয়োগকারীগণের তালিকা পাওয়া যাবে : https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : prcommerce.ibc@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৫.০৩.২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১০.০৩.২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৫.০৩.২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২০.০৩.২০২৫
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীরগণের নিকট	২৫.০৩.২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৪.০৪.২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	prcommerce.ibc@gmail.com
১৭.	এমএসএমই হিসাবে কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিশদ	কর্পোরেট ডেটরের সাসপেন্ডেড বোর্ড দ্বারা অবহিত হিসাবে এমএসএমই-র অধীনে রেজিস্টার্ড নয়

অনিল আগরওয়াল
IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
তারিখ : ১৮.০২.২০২৫ ইউনিট নং ৫০৩, ৬ষ্ঠ তল, ১৮৬৫ রাজডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা-৭০০১০৭

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

দেউলিয়া হতে হতে পুনরুজ্জীবন ! ১৭ বছর পর লাভের মুখ দেখল এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা

প্রায় দুই দশক পর লাভের মুখ দেখল রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিকম সংস্থা ভারতীয় সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ২৬২ কোটি টাকা লাভ করেছে সংস্থা। ২০০৭ সালে পর এই প্রথম লাভের মুখ দেখল বিএসএনএল। বেসরকারি টেলিকম সংস্থা জিও এবং ভারতী এয়ারটেলের রিচার্জের দাম তুলনামূলক বেশ হওয়ায় অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এতে লাভ হয়েছে বিএসএনএলের। বহু গ্রাহক ফের বিএসএনএল-এর সিম ব্যবহার করা শুরু করেছেন।

সংস্থার চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর (সিএমডি) রবার্ট জেরার্ড রবি বলেন, ''এই ত্রৈমাসিকে আমাদের আর্থিক পারফরম্যান্সে আমরা সন্তুষ্ট, যা উদ্ভাবন, গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং আগ্রাসী নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের উপর আমাদের মনোযোগকে প্রতিফলিত করে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আমরা আশা করছি যে আর্থিক বছরের শেষে রাজস্ব বৃদ্ধি পরিমাণ ২০ ছাড়িয়ে যাবে।'' রবি আরও জানিয়েছেন, এই ২৬২ কোটি টাকার লাভ বিএসএনএলের পুনরুত্থান এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে। তিনি আরও বলেন, বিএসএনএল তার আর্থিক এবং সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণও কমিয়ে এনেছে। গত বছরের তুলনায় ১, ৮০০ কোটি টাকা লোকসান কম হয়েছে।

সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে মোবাইল পরিষেবায় ১৫, লিজ পরিষেবায় ১৮ এবং অন্যান্য পরিষেবায় ১৪ রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে। গ্রাহক পরিষেবা আরও বৃদ্ধি করতে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি নতুন পরিষেবা চালু করা হয়েছে সংস্থার তরফ থেকে। নেটওয়ার্ক পরিষেবা আরও উন্নত করতে কাজ করছে বিএসএনএল। এর পাশাপাশি ৫জি প্রযুক্তির জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই মাসের শুরুতেই বিএসএনএল-এর ৪জি নেটওয়ার্ক বিস্তারের জন্য চার হাজার কোটি টাকা অনুমোদন করেছে ক্যাবিনেট। সেই অর্থ দিয়ে প্রায় এক লক্ষ ৪জি টাওয়ার লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থার।

স্ত্রীকে নগদে বা ব্যাঙ্কে জমা করে টাকা দিচ্ছেন? পেতে পারেন আয়কর নোটিশ !

প্রতি মাসে নগদে বা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে স্ত্রীকে খরচের জন্য টাকা দেন, তাহলে সাবধান। আয়কর নিয়ম অনুসারে, এই টাকা আপনার আয়ের অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং কর দেওয়ার নোটিশ জারি হতে পারে। অনেকেই এই নিয়ম সম্পর্কে অবগত নন। ফলে পরে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। তাই জেনে নেওয়া যাক, আয়কর আইন এবং এই ধরনের জামেলা এড়াতে কী করা উচিত।

আয় একত্রিত করার নিয়ম-

ভারতীয় আয়কর আইনের নিয়ম অনুসারে ধারা ২৬৯((এবং ২৬৯ অনুসরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত, স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীকে গৃহস্থালির খরচ বা উপহার হিসেবে নগদ অর্থ দেন, তাহলে তার উপর কোনও কর দায় নেই। এই পরিমাণ অর্থ স্বামীর আয় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং স্ত্রীর উপর কোনও কর আরোপ করা হয় না। কিন্তু যদি স্ত্রী এই অর্থ বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করেন (যেমন স্থায়ী আমানত, শেয়ার বাজার বা সম্পত্তি কেনা) এবং তা থেকে আয় করেন, তাহলে এই আয়ের উপর কর দিতে হবে।

ধারা 269SS এবং 269T কী?

কালো টাকা বন্ধ করার জন্য ধারা 269SS এবং 269T ধারার মাধ্যমে নগদ লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ধারা 269SS অনুসারে ঋণ, আমানত বা অগ্রিম অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে ২০,০০০ টাকার বেশি নগদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। যদি একজন স্বামী তাঁর স্ত্রীকে ২০ হাজার টাকার বেশি নগদ দেন, তাহলে তা অবশ্যই ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (যেমন চেক, এনইএফটি, আরটিজিএস) করতে হবে। ধারা 269T অনুযায়ী, যদি ২০ হাজার টাকার বেশি ঋণ ফেরৎ দিতে হয়, তাহলে

তা ব্যাংকিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এই ধারাগুলি লঙ্ঘনের জন্য কোনও শাস্তি নেই, তবে স্বচ্ছতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

স্ত্রীকে দেওয়া অর্থের ক্ষেত্রে কী কী নিয়ম প্রযোজ্য?

পরিবারের খরচের জন্য

স্বামী তাঁর স্ত্রীকে গৃহস্থালির খরচের জন্য যেকোনও পরিমাণ অর্থ দিতে পারেন। এর উপর কোনও কর দায় নেই এবং এটা স্বামীর আয়ের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিনিয়োগের জন্য

যদি স্ত্রী স্বামীর দেওয়া অর্থ দিয়ে কোনও বিনিয়োগ করেন, যেমন ফিক্সড ডিপোজিট, স্টক মার্কেট বা সম্পত্তি কেনা, তাহলে তা থেকে উৎপন্ন আয়ের উপর কর দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি স্ত্রীর বিনিয়োগ থেকে ১ লাখ টাকা আয় হয়, তাহলে তা স্বামীর আয়ের সঙ্গে যোগ হবে এবং কর ধার্য করা হবে।

ভাড়া থেকে আয়

যদি স্ত্রীকে দেওয়া অর্থ দিয়ে সম্পত্তি কেনা হয় এবং তা থেকে ভাড়া পাওয়া হয়, তাহলে এই ভাড়া স্ত্রীর আয় হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তার উপর কর ধার্য করা হবে।

উপহার কর বিধি

যদি স্বামী তাঁর স্ত্রীকে উপহার হিসেবে টাকা দেন, তাহলে তার উপর কর আরোপ করা হয় না। আয়কর আইন অনুসারে, স্বামী-স্ত্রীকে নিকটাত্মীয় হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং উপহারের উপর কর ছাড় দেওয়া হয়।

কর নোটিশ এড়াতে উপায়—

-২০ হাজার টাকার বেশি নগদ লেনদেন করবেন না।
- ব্যাঙ্কিং মাধ্যম (চেক, NEFT– RTGS) ব্যবহার করুন।
- স্ত্রীর করা বিনিয়োগ এবং তা থেকে প্রাপ্ত আয় সঠিকভাবে আয়কর রিটার্নে (ITR) লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- স্ত্রী যদি সম্পত্তি, ফিক্সড ডিপোজিট বা অন্যান্য বিনিয়োগ করে থাকেন, তাহলে সময়মতো তাঁর আয়ের উপর কর প্রদান করুন।

কখন কর নোটিশ আসতে পারে?

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে করা নগদ লেনদেনে স্বচ্ছতা না থাকে, অথবা স্ত্রী সেই পরিমাণ থেকে অর্জিত আয় প্রকাশ না করে থাকেন, তাহলে আয়কর বিভাগ নোটিশ জারি করতে পারে। বিশেষ করে যদি অর্থ কর বাঁচাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আয়কর বিভাগ ব্যবস্থা নিতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে সরাসরি করের কোনও নিয়ম নেই, তবে আয়কর আইনের বিধানগুলি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। নগদ লেনদেনে স্বচ্ছতা এবং সঠিক রেকর্ড রাখা হল কর নোটিশ এড়ানোর সবচেয়ে সহজ উপায়।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স ছাড়াই এবার বি.টেক ইঞ্জিনিয়র হওয়ার সুযোগ !

যদি কোনও পড়ুয়া জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেইন-এ ভালো র‍্যাঙ্ক না পান অথবা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা না দিয়ে থাকেন তাহলেও বি.টেক ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির সুযোগ মিলবে। দেশের শীর্ষ ৫টি কলেজ জেনে নিন যারা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা ছাড়াই বি.টেক কোর্স পড়াচ্ছে।

বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স (BITS)

বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স (BITS) পিলানি, বি.টেক কোর্সে ভর্তির জন্য BITSAT (বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স অ্যাডমিশন টেস্ট) নিয়ে থাকে। BITS পিলানি- কম্পিউটার সায়েন্স, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বি.টেক কোর্স পড়ায় সুযোগ করে দিচ্ছে। এখানে প্লেসমেন্ট খুবই ভালো। কলেজে পড়ার বার্ষিক ফি প্রায় ৪ থেকে ৬ লক্ষ টাকা।

মহারাষ্ট্র ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (MIT)

এই কলেজটি মহারাষ্ট্রের পুনেতে অবস্থিত। বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মহারাষ্ট্র কমন এন্ট্রান্স টেস্ট (MHT CET)-এর মাধ্যমে বি.টেক কোর্সে ভর্তি হওয়া যাচ্ছে। কিছু কোটার অধীনে সরাসরি ভর্তিও সুযোগ আছে। এখানে বার্ষিক ফি প্রায় ৩ থেকে ৫ লক্ষ টাকা।

ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (VIT)

ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বি.টেক কোর্সে ভর্তির জন্য ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স পরীক্ষা (VITEEE) নিয়ে থাকে। ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-সহ বিভিন্ন বিষয়ে বি.টেক কোর্স করা যেতে পারে। এখানে বার্ষিক ফি প্রায় ২ থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

সআরএম ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (SRMU)

আপনি SRMJEEE প্রবেশিকা দিয়েও বি.টেক-তে ভর্তি হতে পারেন। এসআরএম ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এই পরীক্ষা পরিচালনা করে এবং মেধার ভিত্তিতে ভর্তি নেয়। এখানে প্লেসমেন্ট খুবই ভালো। এখানে বার্ষিক ফি প্রায় ২.৫ থেকে ৪ লক্ষ টাকা।

মণিপাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (MIT)

এই কলেজটি কর্নাটকে অবস্থিত। এখানে মণিপাল এন্ট্রান্স টেস্ট (MET)-এর মাধ্যমে বি.টেক কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। এখানকার প্লেসমেন্ট খুবই ভালো। এখানে বার্ষিক ফি প্রায় ৪ থেকে ৬ লক্ষ টাকা।

সরকারি স্কুলে ইন্টারনেট, আইআইটি-তে আসন বৃদ্ধি, এআই উৎকর্ষ কেন্দ্র, শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য ঘোষণা নির্মলার

বাজেট বক্তৃতায় শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক সুবিধার কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এই ঘোষণায় দেশের সব সরকারি স্কুলে মাধ্যমিক পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালুর কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনই দেশের ৫টি আইআইটি-তে অতিরিক্ত ৬,৫০০ আসন তৈরি এবং আইআইটি পাটনা সম্প্রসারণেরও উল্লেখ রয়েছে। শনিবার বাজেট ভাষণে নির্মলা সীতারমন বলেছেন, গত ১০ বছরে ২৩টি আইআইটিতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৫,০০০ থেকে ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৩৫ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। ২০১৪ সালের পর শুরু হওয়া ৫টি আইআইটিতে অতিরিক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা হবে, যাতে আরও ৬,৫০০ শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুবিধা হয়। আইআইটি, পাটনায় হোস্টেল এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত সক্ষমতাও বাড়ানো হবে। সীতারমনের ঘোষণা, গ্রামীণ এলাকার সমস্ত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলিতে ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান করা হবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর

ঘোষণা, সরকার স্কুল এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতীয় ভাষার বইয়ের ডিজিটাল রূপ প্রদানের জন্য 'ভারতীয় ভাষা পুস্তক' প্রকল্প চালু করা হবে।

শিক্ষার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষ কেন্দ্র

নির্মলা সীতারমন ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে শিক্ষার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা করেছেন বাজেটে। তিনি ২০২৩ সালে কৃষি, স্বাস্থ্য এবং বেশ কয়েকটি শহরের জন্য তিনটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা করেছেন।

চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ

আগামী পাঁচ বছরে ৭৫,০০০ আসন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালগুলিতে ১০,০০০ অতিরিক্ত আসন যুক্ত করবে। সীতারমন বলেছেন, আমাদের সরকার দশ বছরে প্রায় ১.১ লক্ষ এমবিবিএস ও এমডি স্তরের চিকিৎসা শিক্ষার আসন যুক্ত করেছে, যা ১৩০ শতাংশ বৃদ্ধি।

পড়ুয়াদের কাছে মাধ্যমিক পরীক্ষা স্মরণীয় করার জন্য যা করার করতে পেরেছি, জানালেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি

বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ছাড়া ভোটের পরে মাধ্যমিক পরীক্ষা ভালো হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পরিষেবা দেওয়া এবং পরীক্ষা স্মরণীয় করে রাখতে আমাদের যা যা করণীয় আমরা সব করেছি। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে পরীক্ষার হল পরিদর্শনে এসে এমনটা জানালেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গাঙ্গুলি।

সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথমদিন উত্তর ২৪ পরগনার মাইকেল নগর শিক্ষা নিকেতনে আসেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গাঙ্গুলি। পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন তিনি। এরপর বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ''আলিপুরদুয়ারে একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। কলকাতায় একটি ফেক অ্যাডমিট কার্ড ধরা পড়েছে। একটি জায়গায় বোনের জায়গায় দিদি পরীক্ষা দিতে এসেছিল। তাকে ধরা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেওয়া হয়েছে।''

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গাঙ্গুলির দাবি, সব জায়গায় সঠিক সময় প্রশ্নপত্র পৌঁছেছে।

পরীক্ষার্থীরাও সঠিক সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছেছে। কোথাও অসুবিধা হয়নি। সব স্কুল দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ''মাধ্যমিক পরীক্ষা স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমাদের যা যা করণীয় করতে পেরেছি। আশা করছি ২২ তারিখ পর্যন্ত ভালোভাবেই পরীক্ষা হবে।''